ছবিতে

শিবপুরাণ

চিত্রণ ঃ সত্যজিৎ

কুণ্ডু ব্যক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ আলাদি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ আলাদি বন্ধু অস্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যাডস কে - যারা আমাকে এডিট করা খানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com*.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

Scan by Arpan Chakraborty

SUBHAJIT KUNDU

ওঁ নম: শিবায়

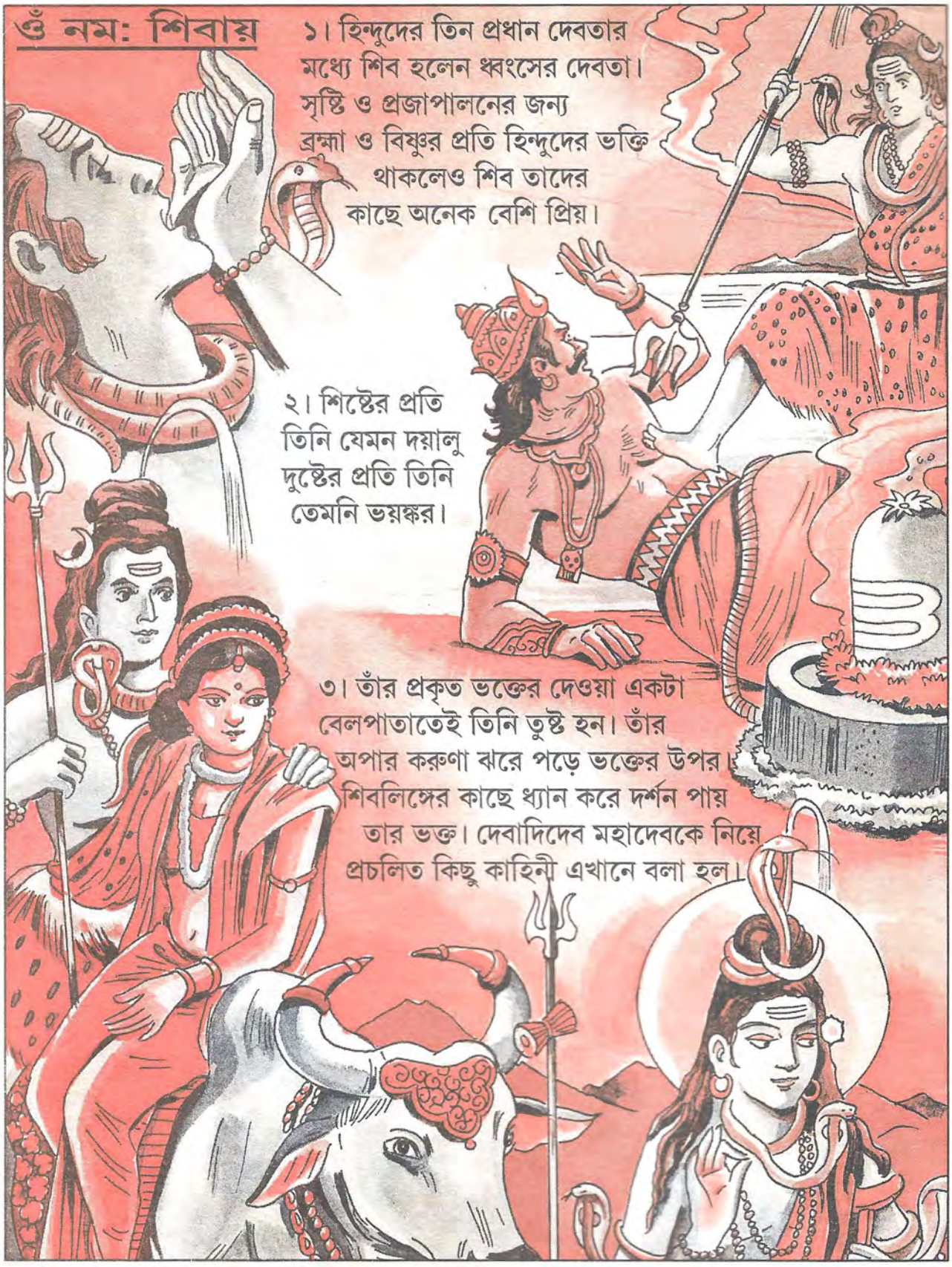

১। হিন্দুদের তিন প্রধান দেবতার মধ্যে শিব হলেন ধ্বংসের দেবতা। সৃষ্টি ও প্রজাপালনের জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রতি হিন্দুদের ভক্তি থাকলেও শিব তাদের কাছে অনেক বেশি প্রিয়।

২। শিষ্টের প্রতি তিনি যেমন দয়ালু দুষ্টের প্রতি তিনি তেমনি ভয়ঙ্কর।

৩। তাঁর প্রকৃত ভক্তের দেওয়া একটা বেলপাতাতেই তিনি তুষ্ট হন। তাঁর অপার করুণা ঝরে পড়ে ভক্তের উপর। শিবলিঙ্গের কাছে ধ্যান করে দর্শন পায় তার ভক্ত। দেবাদিদেব মহাদেবকে নিয়ে প্রচলিত কিছু কাহিনী এখানে বলা হল।

সমুদ্র মন্থন

১। দেবতা ও অসুররা মিলে ঠিক করলেন অমৃতের আশায় সমুদ্র মন্থন করবেন। এর জন্য তাঁরা বাসুকি নাগকে দড়ি হিসাবে এবং মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করলেন।

২। এরপর বিষ্ণুরূপী কূর্মের ওপর মন্দার পর্বতকে স্থাপন করা হল।

৩। তারপর প্রবলবেগে মন্থন ক্রিয়া শুরু হল। এবং মন্থনের ফলে সুরভী গাভী, উচ্চৈশ্রবা অশ্ব, সুন্দরী অপ্সরারা, পারিজাত বৃক্ষ এবং সুরার দেবী বরুণি সমুদ্র গর্ভ থেকে উঠে এল।

৪। কিন্তু অমৃতের সন্ধান মিলল না।

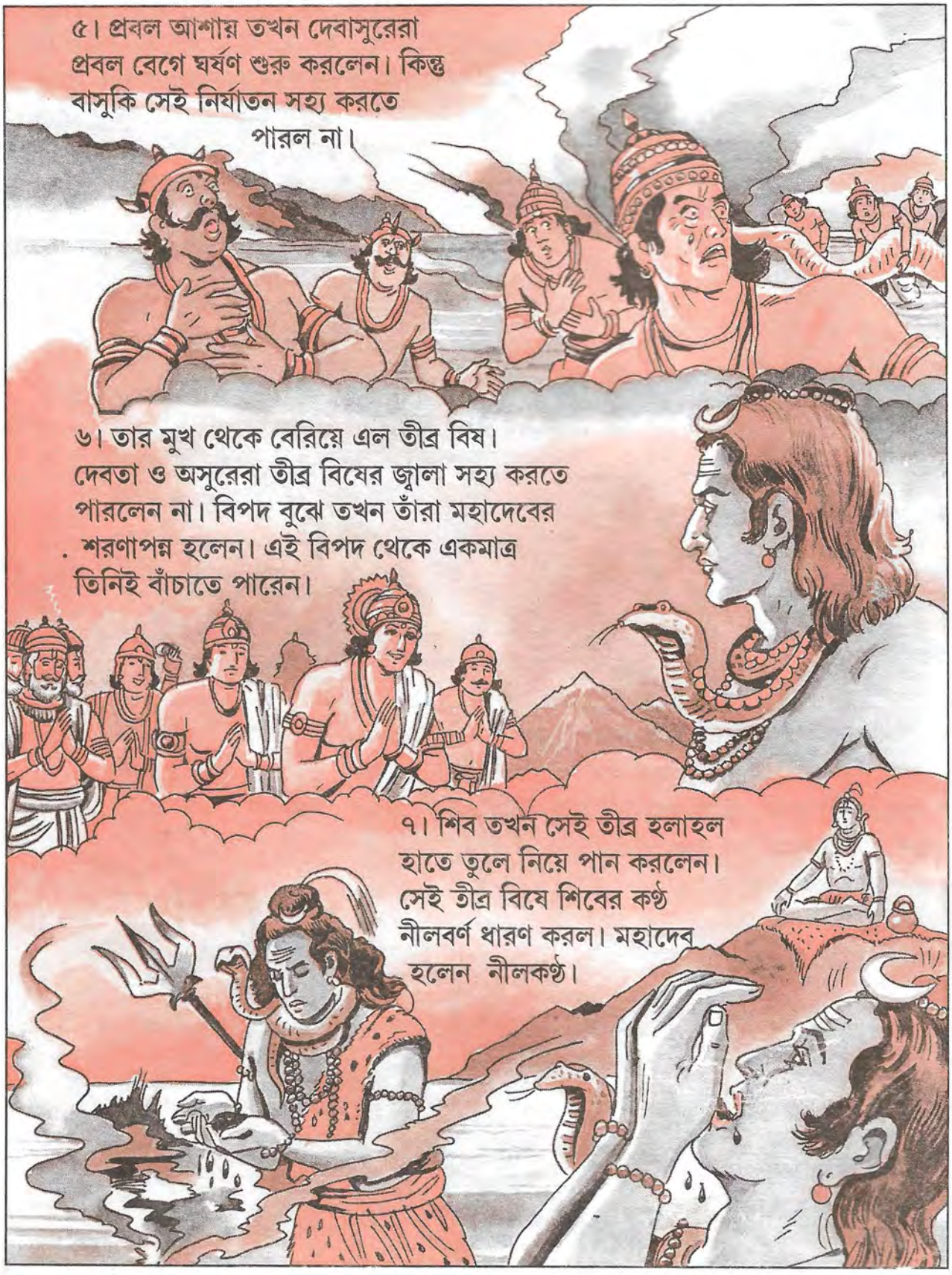
৫। প্রবল আশায় তখন দেবাসুরেরা প্রবল বেগে ঘর্ষণ শুরু করলেন। কিন্তু বাসুকি সেই নির্যাতন সহ্য করতে পারল না।
৬। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল তীব্র বিষ। দেবতা ও অসুরেরা তীব্র বিষের জ্বালা সহ্য করতে পারলেন না। বিপদ বুঝে তখন তাঁরা মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। এই বিপদ থেকে একমাত্র তিনিই বাঁচাতে পারেন।
৭। শিব তখন সেই তীব্র হলাহল হাতে তুলে নিয়ে পান করলেন। সেই তীব্র বিষে শিবের কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করল। মহাদেব হলেন নীলকণ্ঠ।

শিব ও অর্জুন

১। হিমালয়ের এক নির্জন স্থানে অর্জুন বসেছেন শিবের আরাধনায়।
২। নিকটস্থ আশ্রমের বালকেরা দেখল তাঁর সাধনার তেজ ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে।
৩। সেই তেজের প্রকোপে নিরূপায় মুনি-ঋষিরা গেলেন মহাদেবের কাছে অর্জুনের বর পূরণ করার ইচ্ছা জানাতে।
৪। শিব ও পার্বতী অর্জুনকে আশীর্বাদ করার আগে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁদের সঙ্গী হল হাজার ভূতপ্রেত।

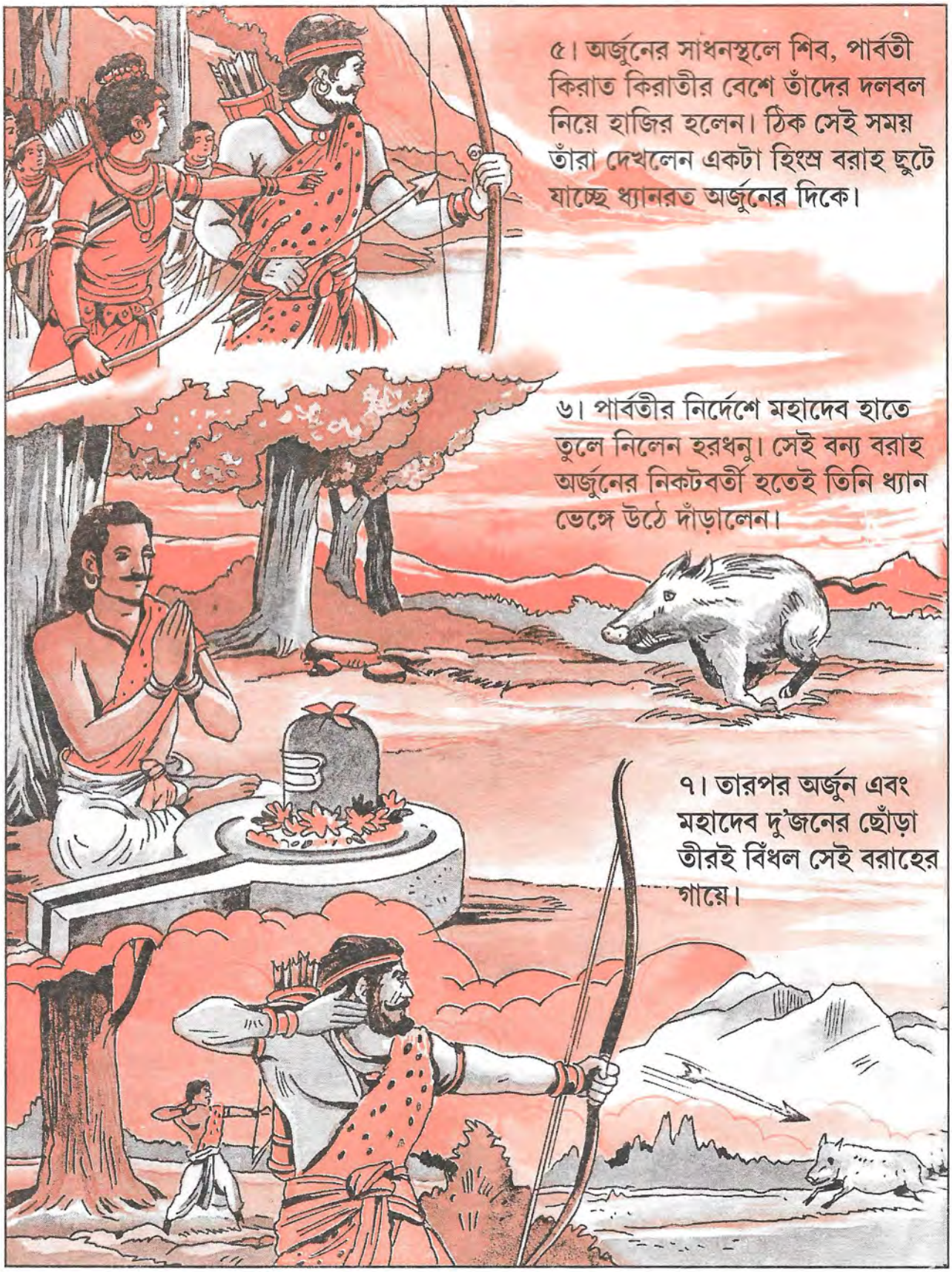
৫। অর্জুনের সাধনস্থলে শিব, পার্বতী কিরাত কিরাতীর বেশে তাঁদের দলবল নিয়ে হাজির হলেন। ঠিক সেই সময় তাঁরা দেখলেন একটা হিংস্র বরাহ ছুটে যাচ্ছে ধ্যানরত অর্জুনের দিকে।
৬। পার্বতীর নির্দেশে মহাদেব হাতে তুলে নিলেন হরধনু। সেই বন্য বরাহ অর্জুনের নিকটবর্তী হতেই তিনি ধ্যান ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।
৭। তারপর অর্জুন এবং মহাদেব দু'জনের ছোঁড়া তীরই বিঁধল সেই বরাহের গায়ে।

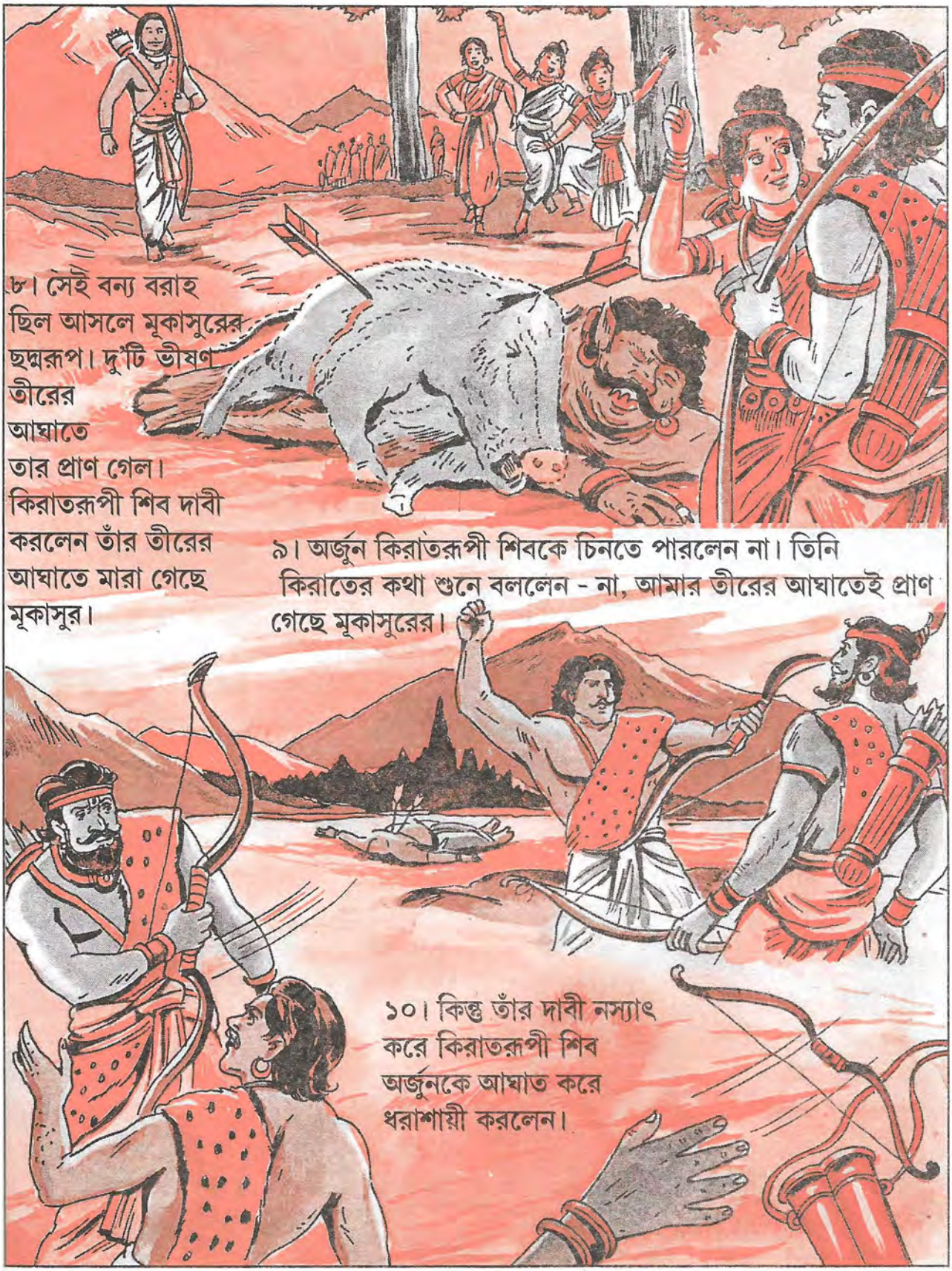
৮। সেই বন্য বরাহ ছিল আসলে মূকাসুরের ছদ্মরূপ। দু'টি ভীষণ তীরের আঘাতে তার প্রাণ গেল। কিরাতরূপী শিব দাবী করলেন তাঁর তীরের আঘাতে মারা গেছে মূকাসুর।
৯। অর্জুন কিরাতরূপী শিবকে চিনতে পারলেন না। তিনি কিরাতের কথা শুনে বললেন - না, আমার তীরের আঘাতেই প্রাণ গেছে মূকাসুরের।
১০। কিন্তু তাঁর দাবী নস্যাৎ করে কিরাতরূপী শিব অর্জুনকে আঘাত করে ধরাশায়ী করলেন।

১১। সাময়িক পরাস্ত হয়ে অর্জুন তাঁর সেই শিবলিঙ্গের কাছে গিয়ে ধ্যানে বসলেন।
১২। কিন্তু সেই শিবলিঙ্গের গলায় মালা পরাতে গেলে দেখলেন সেই মালা গিয়ে পড়ল কিরাতরূপী মহাদেবের গলায়।
১৩। অর্জুন দেবাদিদেব মহাদেবকে চিনতে পারলেন।
১৪। তারপর তাঁর অমার্জিত অপরাধের জন্য মহাদেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। এবং তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

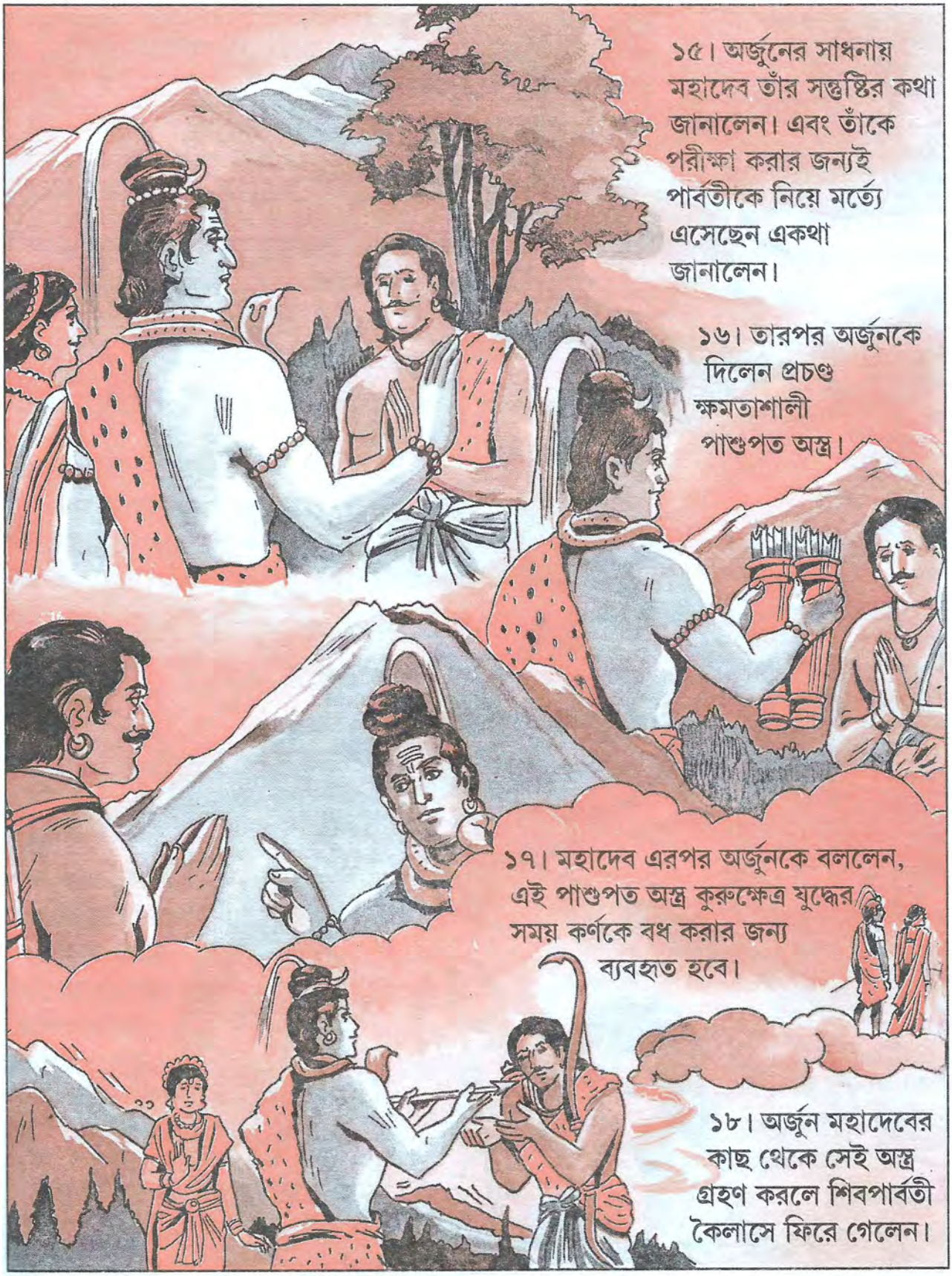
১৫। অর্জুনের সাধনায় মহাদেব তাঁর সন্তুষ্টির কথা জানালেন। এবং তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই পার্বতীকে নিয়ে মর্ত্যে এসেছেন একথা জানালেন।
১৬। তারপর অর্জুনকে দিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী পাশুপত অস্ত্র।
১৭। মহাদেব এরপর অর্জুনকে বললেন, এই পাশুপত অস্ত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কর্ণকে বধ করার জন্য ব্যবহৃত হবে।
১৮। অর্জুন মহাদেবের কাছ থেকে সেই অস্ত্র গ্রহণ করলে শিবপার্বতী কৈলাসে ফিরে গেলেন।

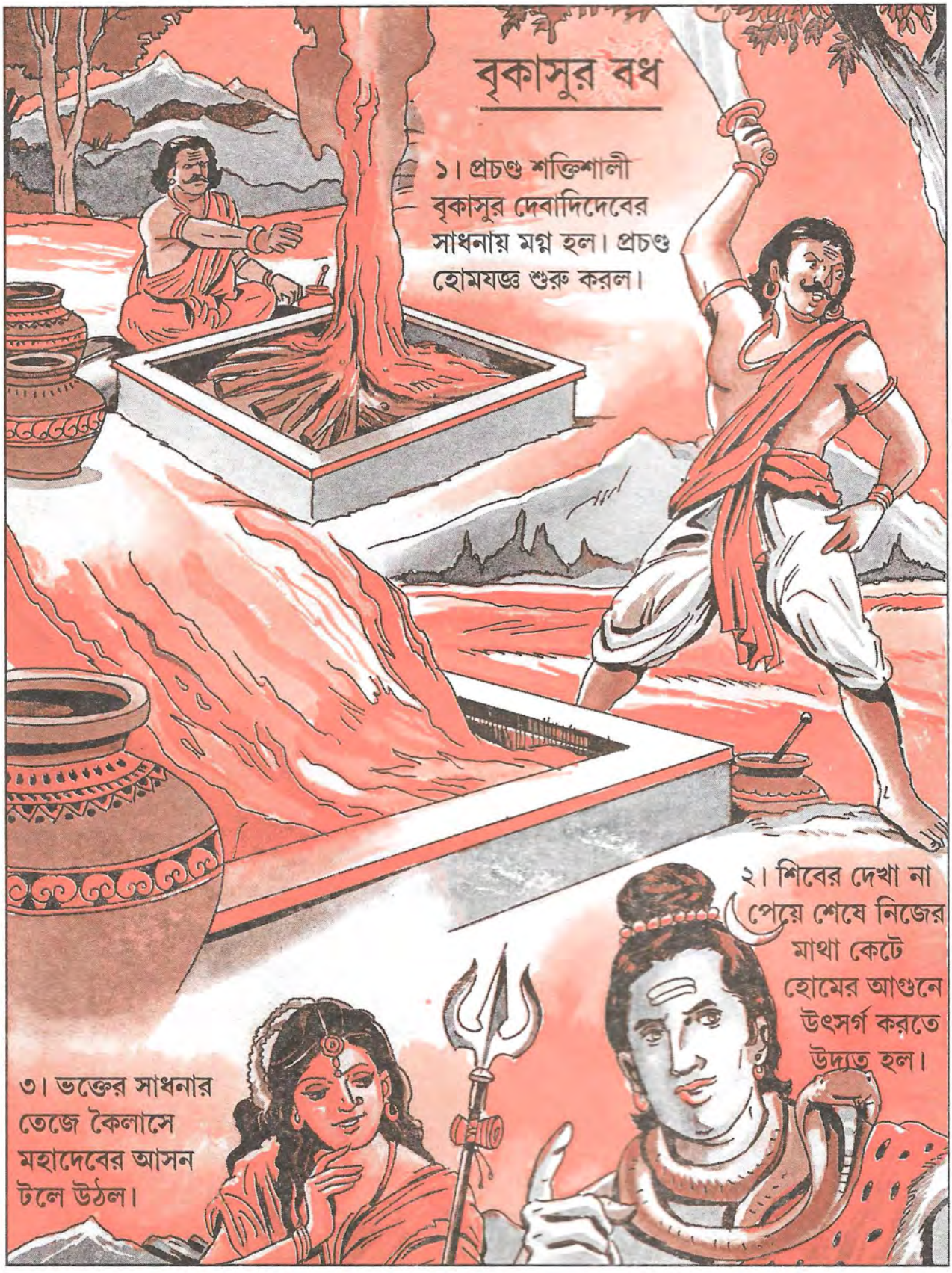
বৃকাসুর বধ
১। প্রচণ্ড শক্তিশালী বৃকাসুর দেবাদিদেবের সাধনায় মগ্ন হল। প্রচণ্ড হোমযজ্ঞ শুরু করল।
২। শিবের দেখা না পেয়ে শেষে নিজের মাথা কেটে হোমের আগুনে উৎসর্গ করতে উদ্যত হল।
৩। ভক্তের সাধনার তেজে কৈলাসে মহাদেবের আসন টলে উঠল।

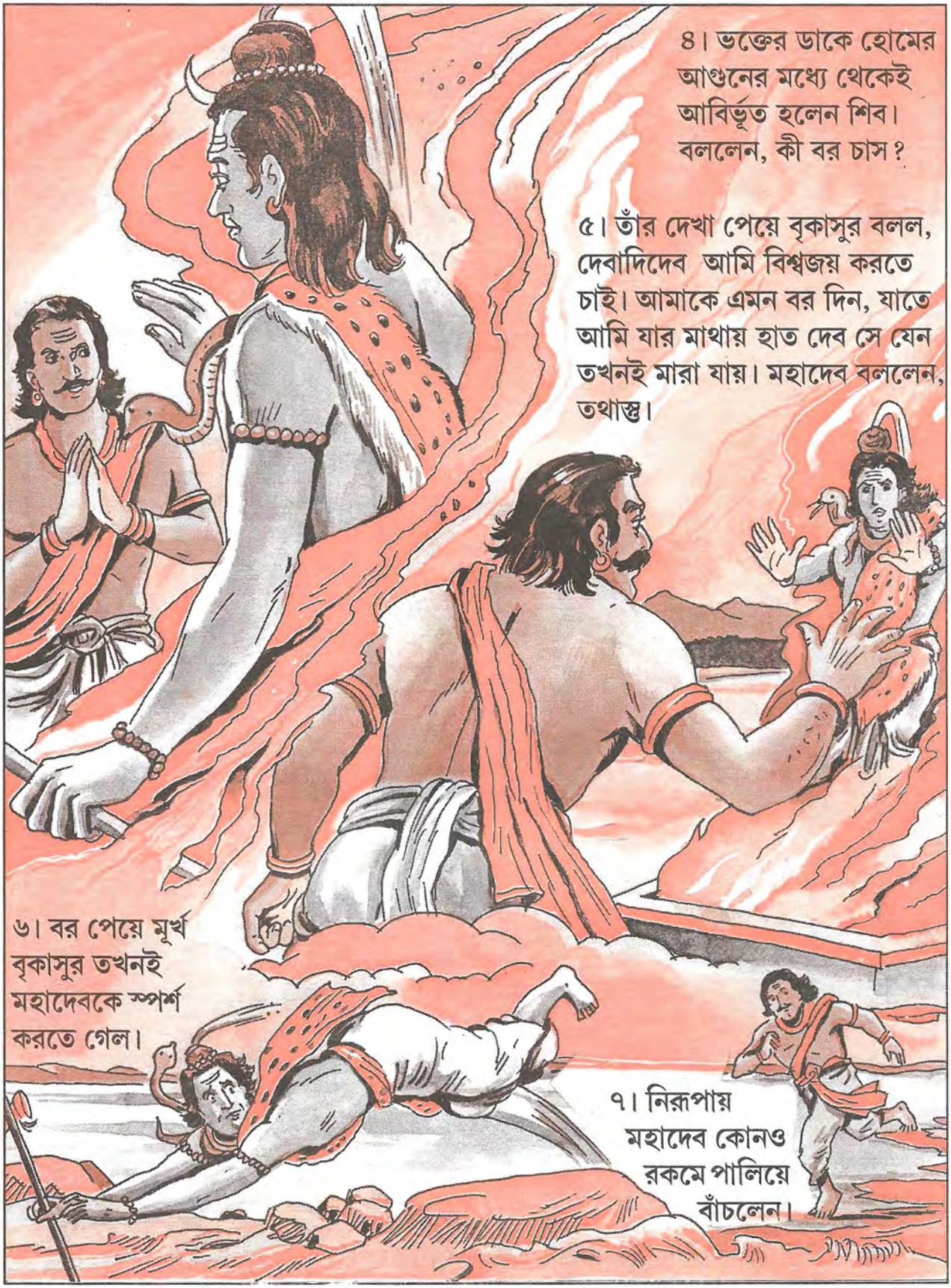
৪। ভক্তের ডাকে হোমের আগুনের মধ্যে থেকেই আবির্ভূত হলেন শিব। বললেন, কী বর চাস?
৫। তাঁর দেখা পেয়ে বৃকাসুর বলল, দেবাদিদেব আমি বিশ্বজয় করতে চাই। আমাকে এমন বর দিন, যাতে আমি যার মাথায় হাত দেব সে যেন তখনই মারা যায়। মহাদেব বললেন, তথাস্তু।
৬। বর পেয়ে মূর্খ বৃকাসুর তখনই মহাদেবকে স্পর্শ করতে গেল।
৭। নিরূপায় মহাদেব কোনও রকমে পালিয়ে বাঁচলেন।

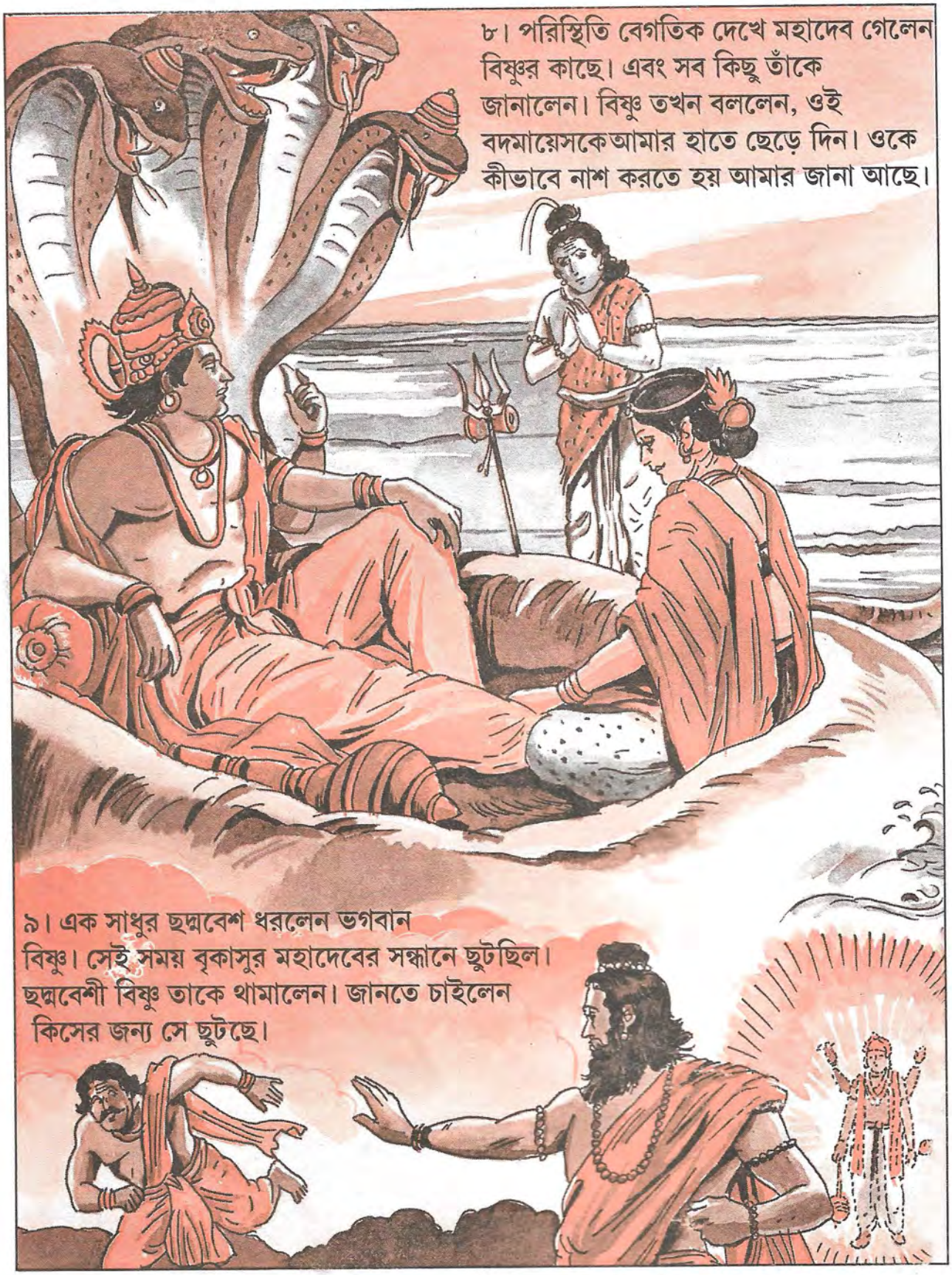
৮। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মহাদেব গেলেন বিষ্ণুর কাছে। এবং সব কিছু তাঁকে জানালেন। বিষ্ণু তখন বললেন, ওই বদমায়েসকেআমার হাতে ছেড়ে দিন। ওকে কীভাবে নাশ করতে হয় আমার জানা আছে।
৯। এক সাধুর ছদ্মবেশ ধরলেন ভগবান বিষ্ণু। সেই সময় বৃকাসুর মহাদেবের সন্ধানে ছুটছিল। ছদ্মবেশী বিষ্ণু তাকে থামালেন। জানতে চাইলেন কিসের জন্য সে ছুটছে।

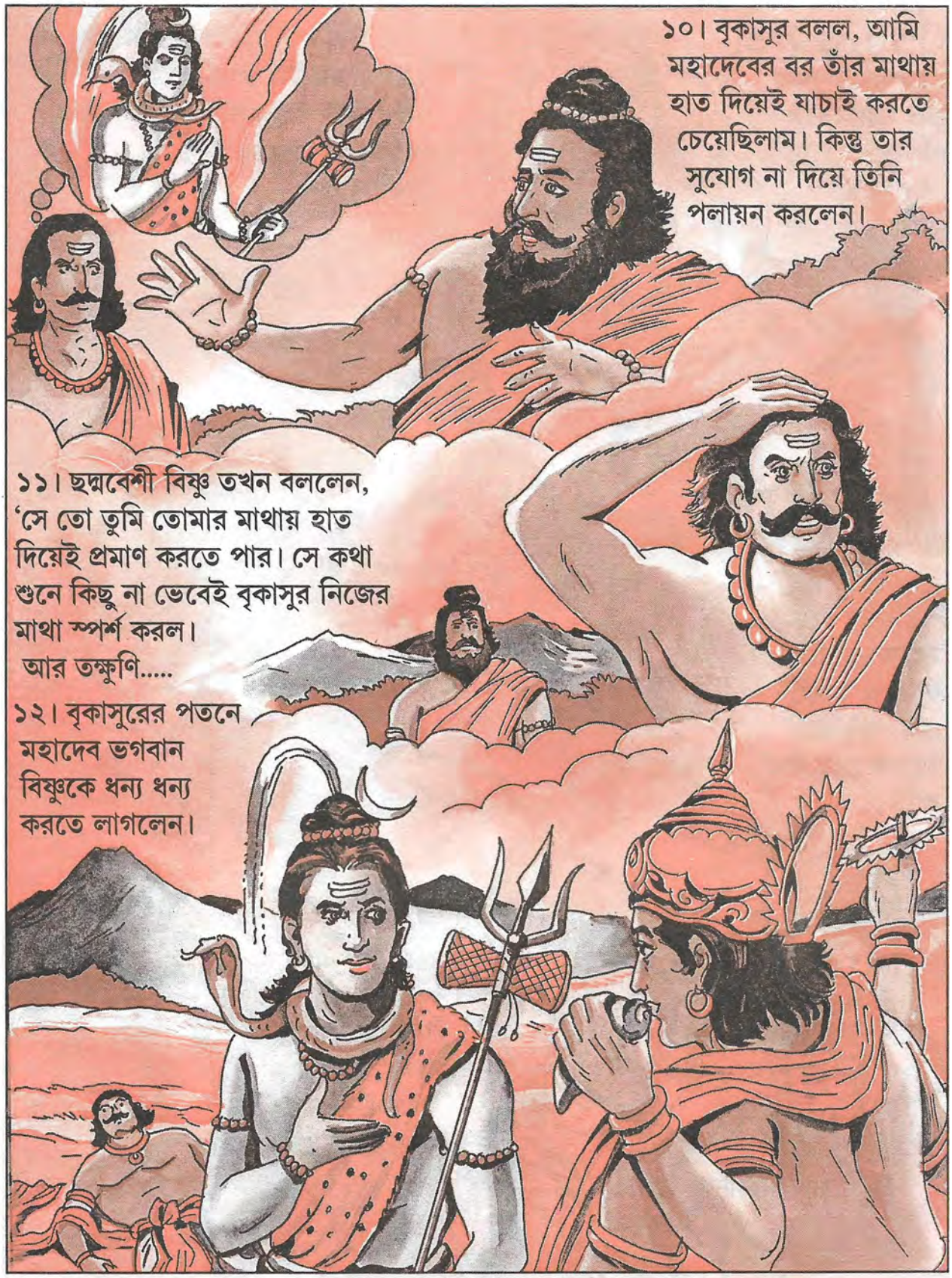
১০। বৃকাসুর বলল, আমি মহাদেবের বর তাঁর মাথায় হাত দিয়েই যাচাই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার সুযোগ না দিয়ে তিনি পলায়ন করলেন।
১১। ছদ্মবেশী বিষ্ণু তখন বললেন, 'সে তো তুমি তোমার মাথায় হাত দিয়েই প্রমাণ করতে পার। সে কথা শুনে কিছু না ভেবেই বৃকাসুর নিজের মাথা স্পর্শ করল। আর তক্ষুণি.....
১২। বৃকাসুরের পতনে মহাদেব ভগবান বিষ্ণুকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

শিব ও সতী

১। দক্ষরাজ কন্যা সতী মহাদেবকে পতিরূপে পেতে তপস্যায় বসলেন।
২। সতীর কঠিন তপস্যা দেখে নারদ কৈলাসে গেলেন মহাদেবকে খবর দেওয়ার জন্য।
৩। সতীর মনে মহাদেবের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু তাঁর অপেক্ষাতেই দিন কাটে।
৪। কিন্তু রাজা দক্ষ এতে অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, ওই ভিখারীর মধ্যে কী আছে? বাঘছাল পরে থাকা, ছাইভস্ম মাখা পাগলটার মধ্যে কী পেয়েছে সে? ও হবে তোমার পতিদেবতা?

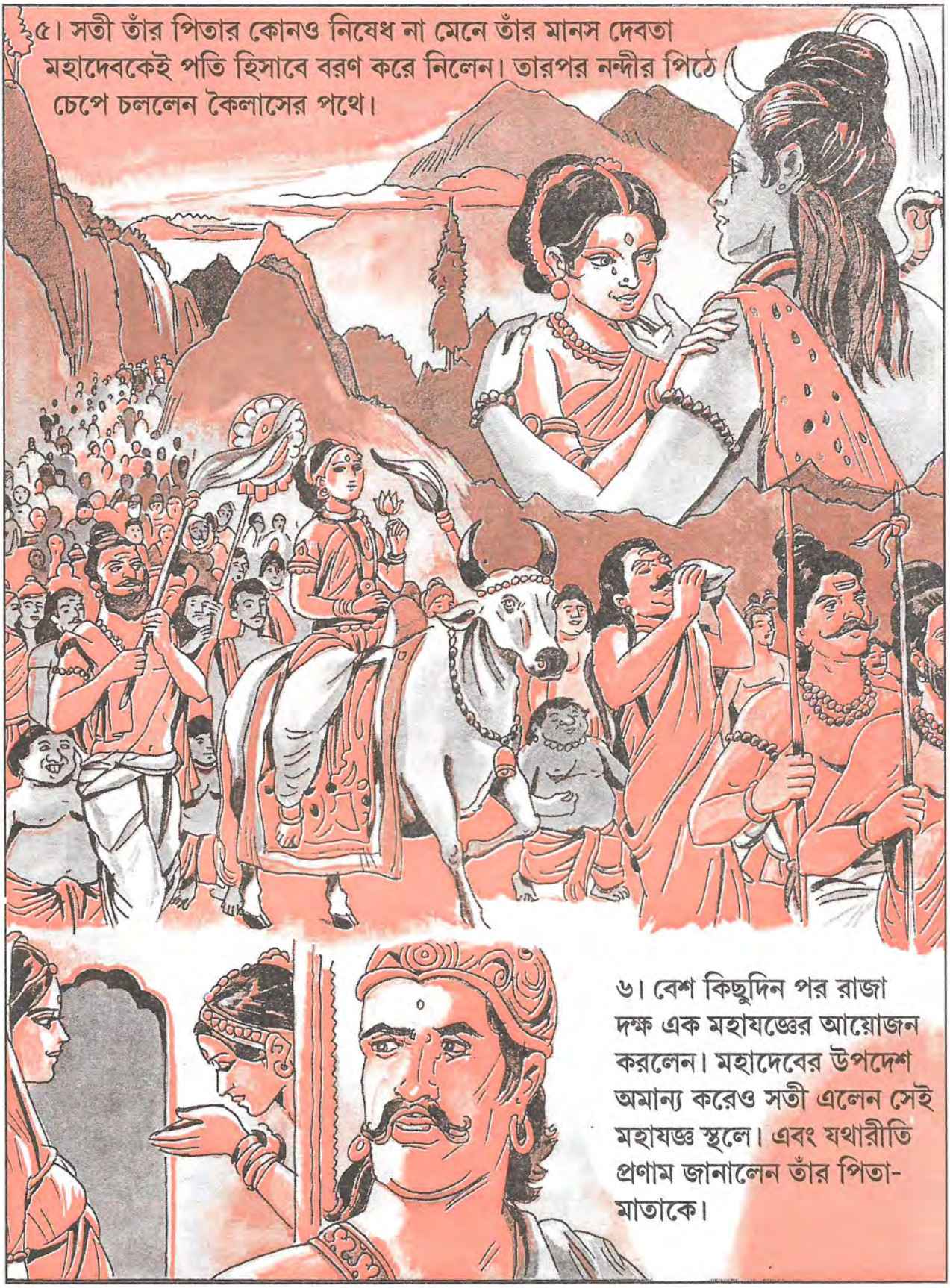

৫। সতী তাঁর পিতার কোনও নিষেধ না মেনে তাঁর মানস দেবতা মহাদেবকেই পতি হিসাবে বরণ করে নিলেন। তারপর নন্দীর পিঠে চেপে চললেন কৈলাসের পথে।

৬। বেশ কিছুদিন পর রাজা দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন। মহাদেবের উপদেশ অমান্য করেও সতী এলেন সেই মহাযজ্ঞ স্থলে। এবং যথারীতি প্রণাম জানালেন তাঁর পিতা-মাতাকে।

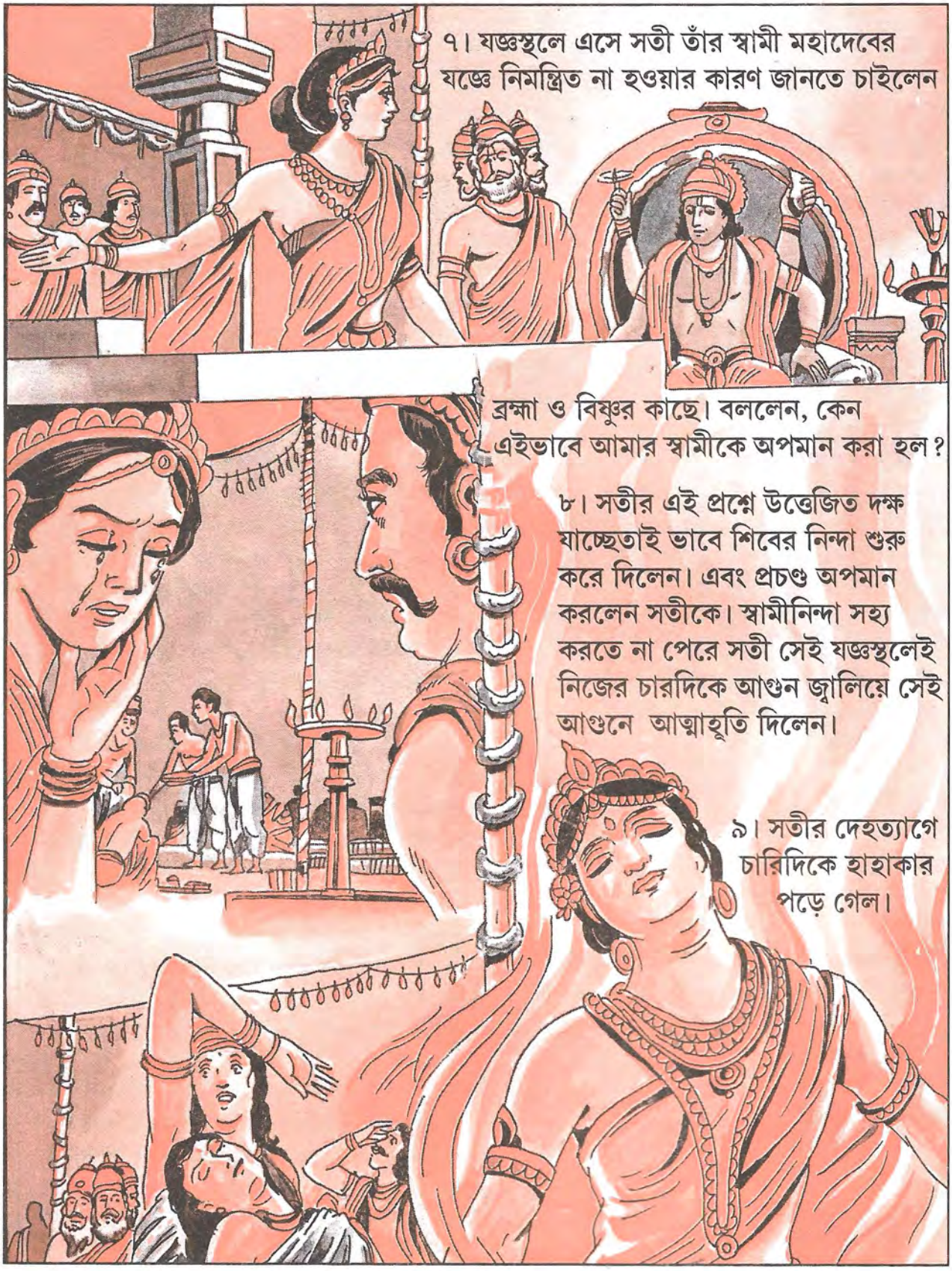
৭। যজ্ঞস্থলে এসে সতী তাঁর স্বামী মহাদেবের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন
ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কাছে। বললেন, কেন এইভাবে আমার স্বামীকে অপমান করা হল?
৮। সতীর এই প্রশ্নে উত্তেজিত দক্ষ যাচ্ছেতাই ভাবে শিবের নিন্দা শুরু করে দিলেন। এবং প্রচণ্ড অপমান করলেন সতীকে। স্বামীনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী সেই যজ্ঞস্থলেই নিজের চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুনে আত্মাহূতি দিলেন।
৯। সতীর দেহত্যাগে চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল।

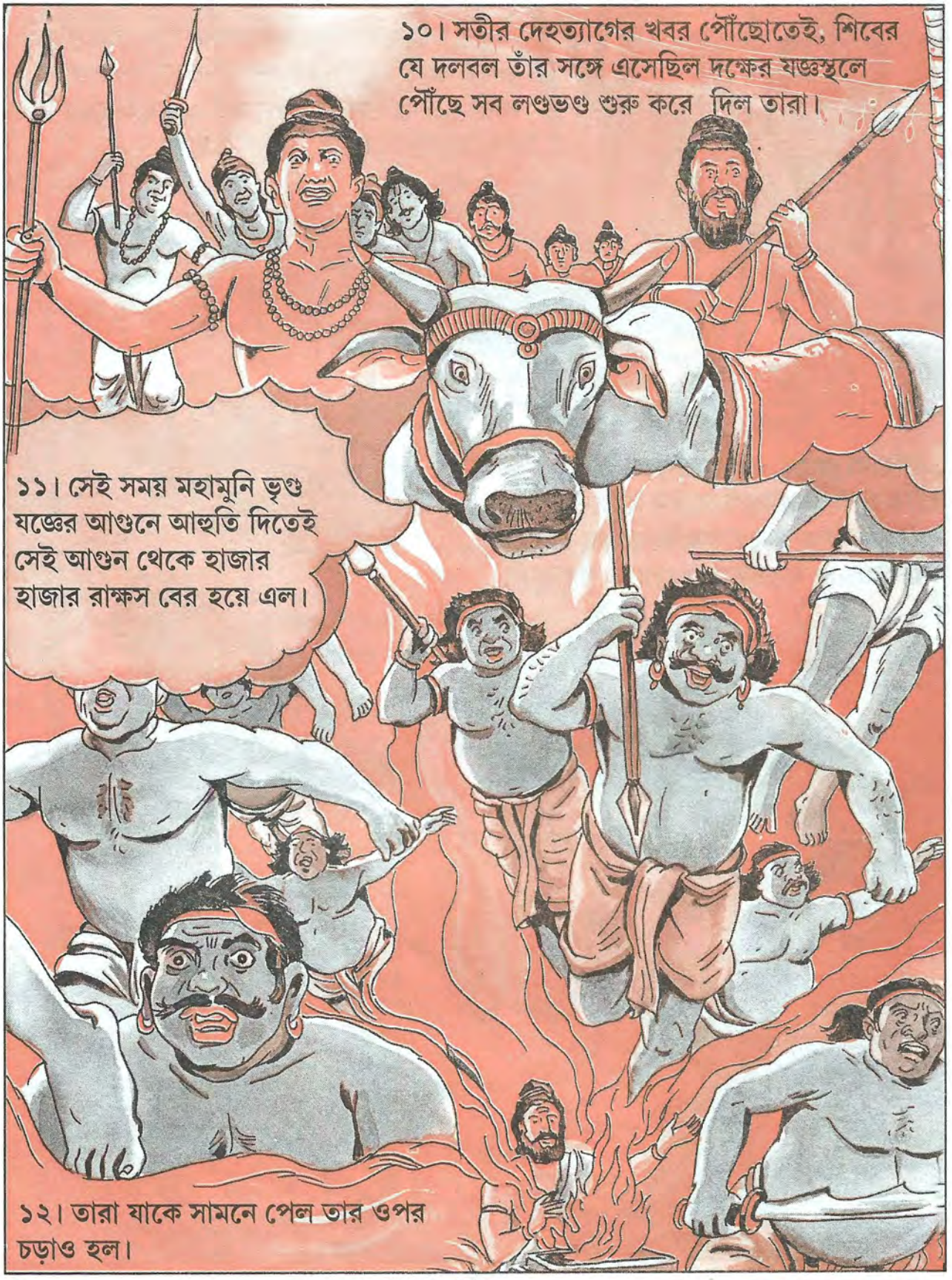
১০। সতীর দেহত্যাগের খবর পৌঁছোতেই, শিবের যে দলবল তাঁর সঙ্গে এসেছিল দক্ষের যজ্ঞস্থলে পৌঁছে সব লণ্ডভণ্ড শুরু করে দিল তারা।
১১। সেই সময় মহামুনি ভৃগু যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিতেই সেই আগুন থেকে হাজার হাজার রাক্ষস বের হয়ে এল।
১২। তারা যাকে সামনে পেল তার ওপর চড়াও হল।

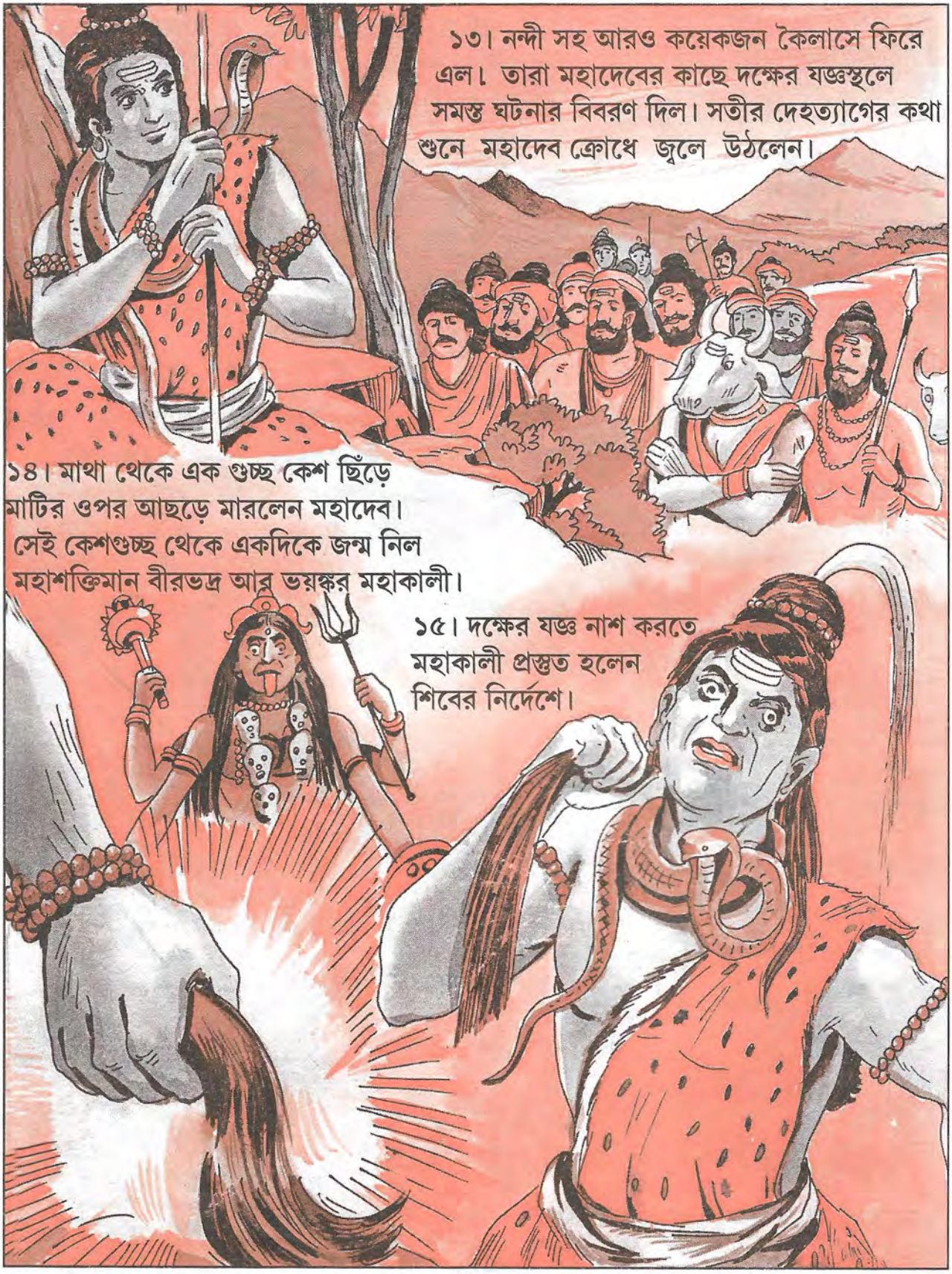
১৩। নন্দী সহ আরও কয়েকজন কৈলাসে ফিরে এল। তারা মহাদেবের কাছে দক্ষের যজ্ঞস্থলে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল। সতীর দেহত্যাগের কথা শুনে মহাদেব ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।
১৪। মাথা থেকে এক গুচ্ছ কেশ ছিঁড়ে মাটির ওপর আছড়ে মারলেন মহাদেব। সেই কেশগুচ্ছ থেকে একদিকে জন্ম নিল মহাশক্তিমান বীরভদ্র আর ভয়ঙ্কর মহাকালী।
১৫। দক্ষের যজ্ঞ নাশ করতে মহাকালী প্রস্তুত হলেন শিবের নির্দেশে।

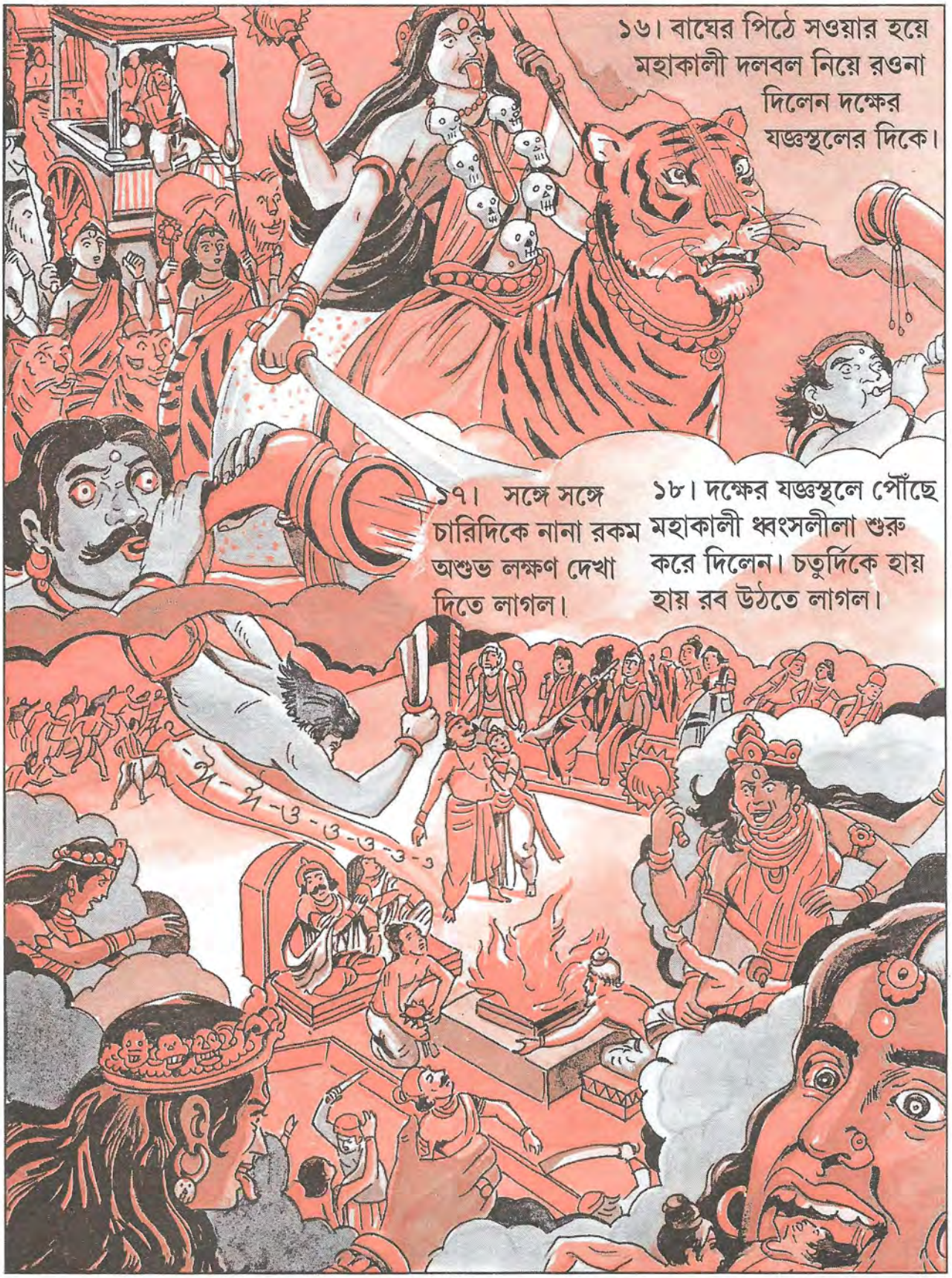
১৬। বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে মহাকালী দলবল নিয়ে রওনা দিলেন দক্ষের যজ্ঞস্থলের দিকে।
১৭। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে নানা রকম অশুভ লক্ষণ দেখা দিতে লাগল।
১৮। দক্ষের যজ্ঞস্থলে পৌঁছে মহাকালী ধ্বংসলীলা শুরু করে দিলেন। চতুর্দিকে হায় হায় রব উঠতে লাগল।

১৯। এদিকে মহাদেবের কেশাগ্র থেকে জন্মলাভ করে বীরভদ্র ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এসে পড়ল দক্ষের যজ্ঞস্থলে। তার হুঙ্কারে স্বর্গমর্ত্য পাতাল কেঁপে উঠল।
২০। বীরভদ্রকে থামাতে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মা গেলেন বিষ্ণুর কাছে।
এই সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে তিনিই পারেন। না হলে হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে এই পৃথিবী।

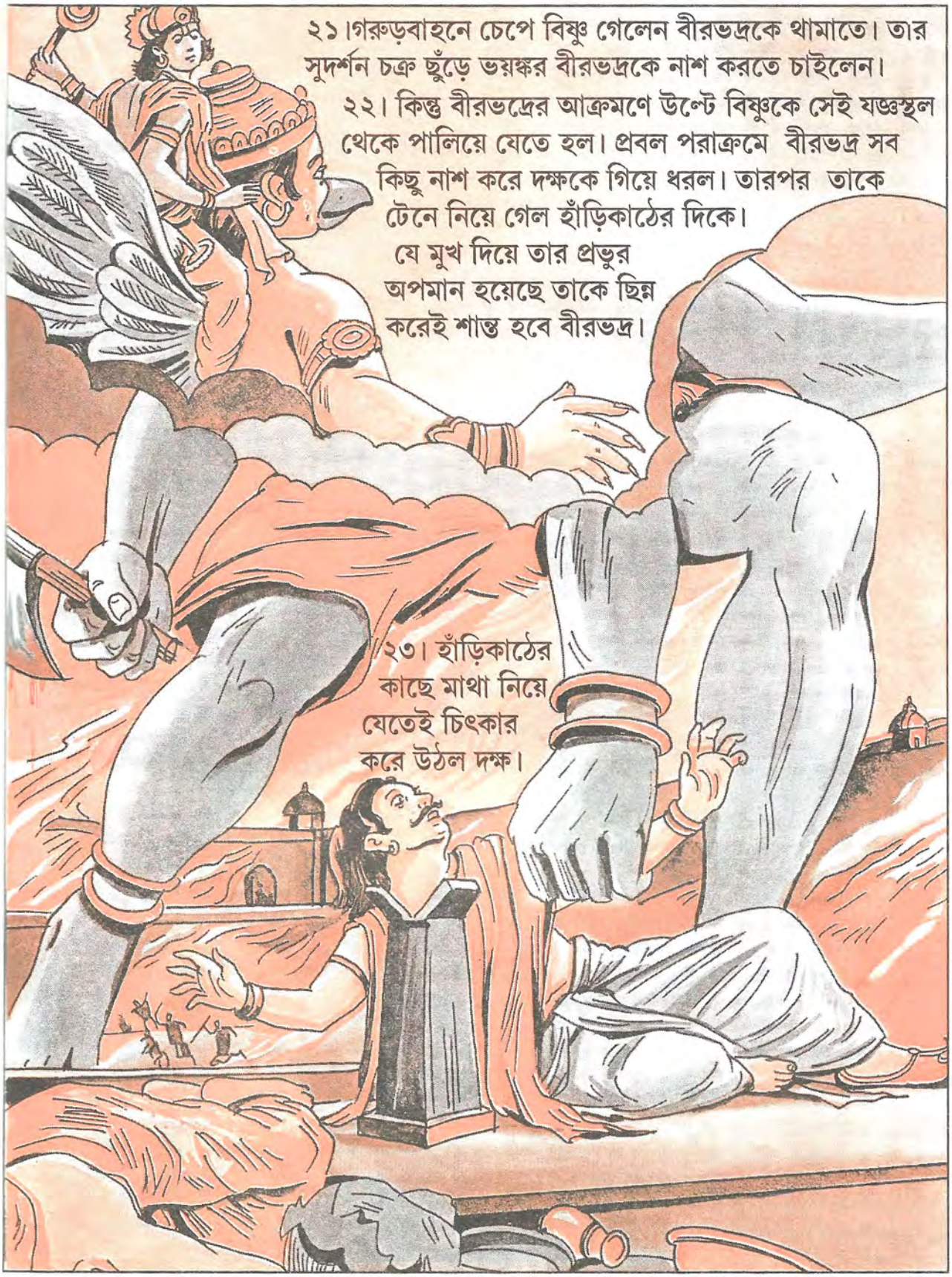

২১।গরুড়বাহনে চেপে বিষ্ণু গেলেন বীরভদ্রকে থামাতে। তার সুদর্শন চক্র ছুঁড়ে ভয়ঙ্কর বীরভদ্রকে নাশ করতে চাইলেন।

২২। কিন্তু বীরভদ্রের আক্রমণে উল্টে বিষ্ণুকে সেই যজ্ঞস্থল থেকে পালিয়ে যেতে হল। প্রবল পরাক্রমে বীরভদ্র সব কিছু নাশ করে দক্ষকে গিয়ে ধরল। তারপর তাকে টেনে নিয়ে গেল হাঁড়িকাঠের দিকে। যে মুখ দিয়ে তার প্রভুর অপমান হয়েছে তাকে ছিন্ন করেই শান্ত হবে বীরভদ্র।

২৩। হাঁড়িকাঠের কাছে মাথা নিয়ে যেতেই চিৎকার করে উঠল দক্ষ।

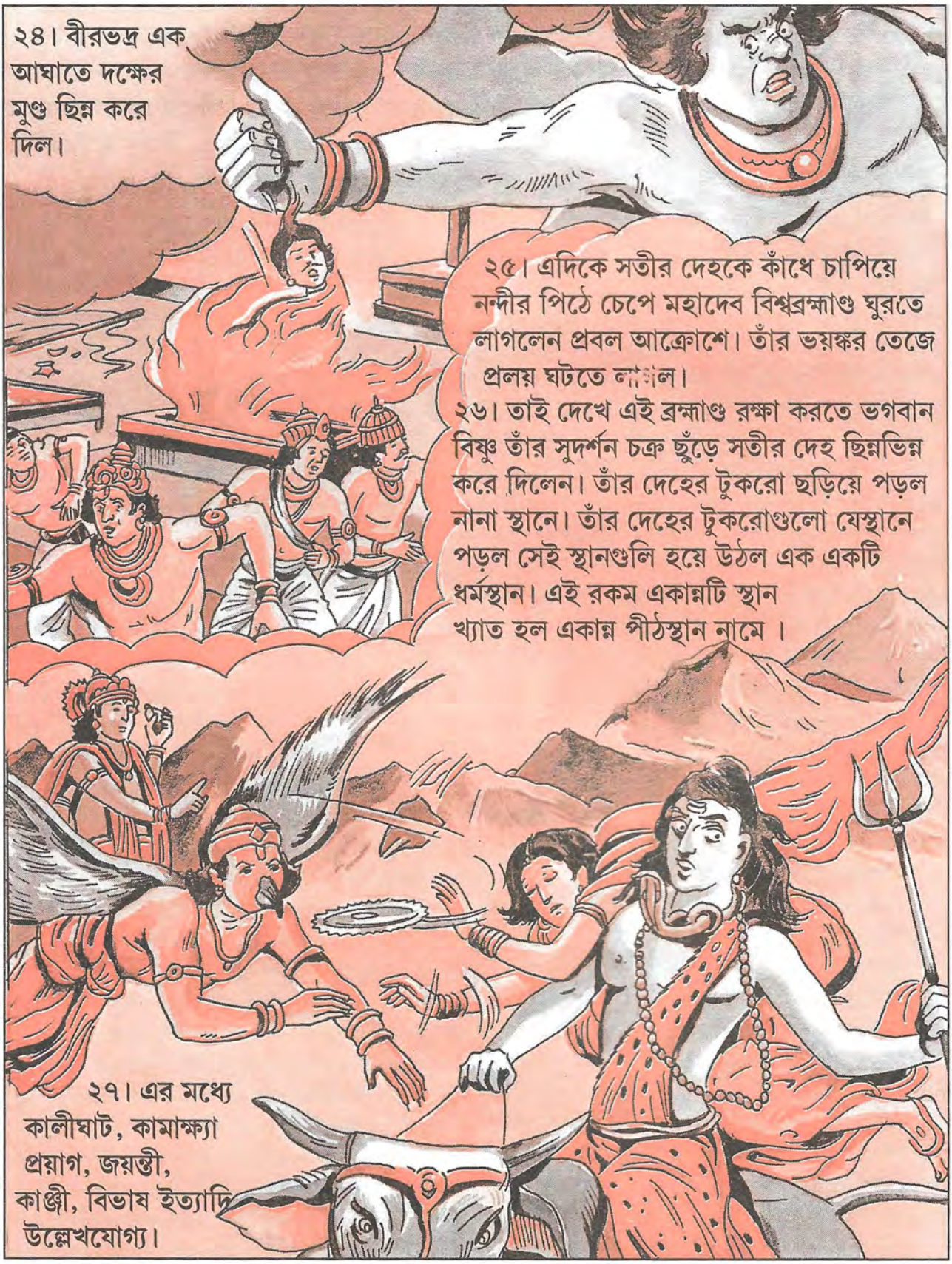
২৪। বীরভদ্র এক আঘাতে দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন করে দিল।
২৫। এদিকে সতীর দেহকে কাঁধে চাপিয়ে নন্দীর পিঠে চেপে মহাদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে লাগলেন প্রবল আক্রোশে। তাঁর ভয়ঙ্কর তেজে প্রলয় ঘটতে লাগল।
২৬। তাই দেখে এই ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করতে ভগবান বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র ছুঁড়ে সতীর দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। তাঁর দেহের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল নানা স্থানে। তাঁর দেহের টুকরোগুলো যেস্থানে পড়ল সেই স্থানগুলি হয়ে উঠল এক একটি ধর্মস্থান। এই রকম একান্নটি স্থান খ্যাত হল একান্ন পীঠস্থান নামে ।
২৭। এর মধ্যে কালীঘাট, কামাক্ষ্যা প্রয়াগ, জয়ন্তী, কাঞ্চী, বিভাষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২৮। সতীর দেহ ছিন্নভিন্ন হওয়ার পরই শান্ত হলেন দেবাদিদেব মহাদেব।
২৯। ব্রহ্মার বরপুত্র দক্ষকে বাঁচানোর জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা তখন মহাদেবকে আদেশ করলেন।
৩০। মহাদেব তখন এক পুণ্যবান ছাগলের মুণ্ড এনে দক্ষের কাঁধে লাগিয়ে দিলেন। ছাগমুণ্ড নিয়ে দক্ষ বেঁচে উঠলেন। ব্রহ্মা শান্ত হলেন।
৩১। ছাগমুণ্ড নিয়ে দক্ষ বেঁচে উঠে মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। দক্ষের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব অসমাপ্ত যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার অনুমতি দিলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের জয়গানে সারা আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

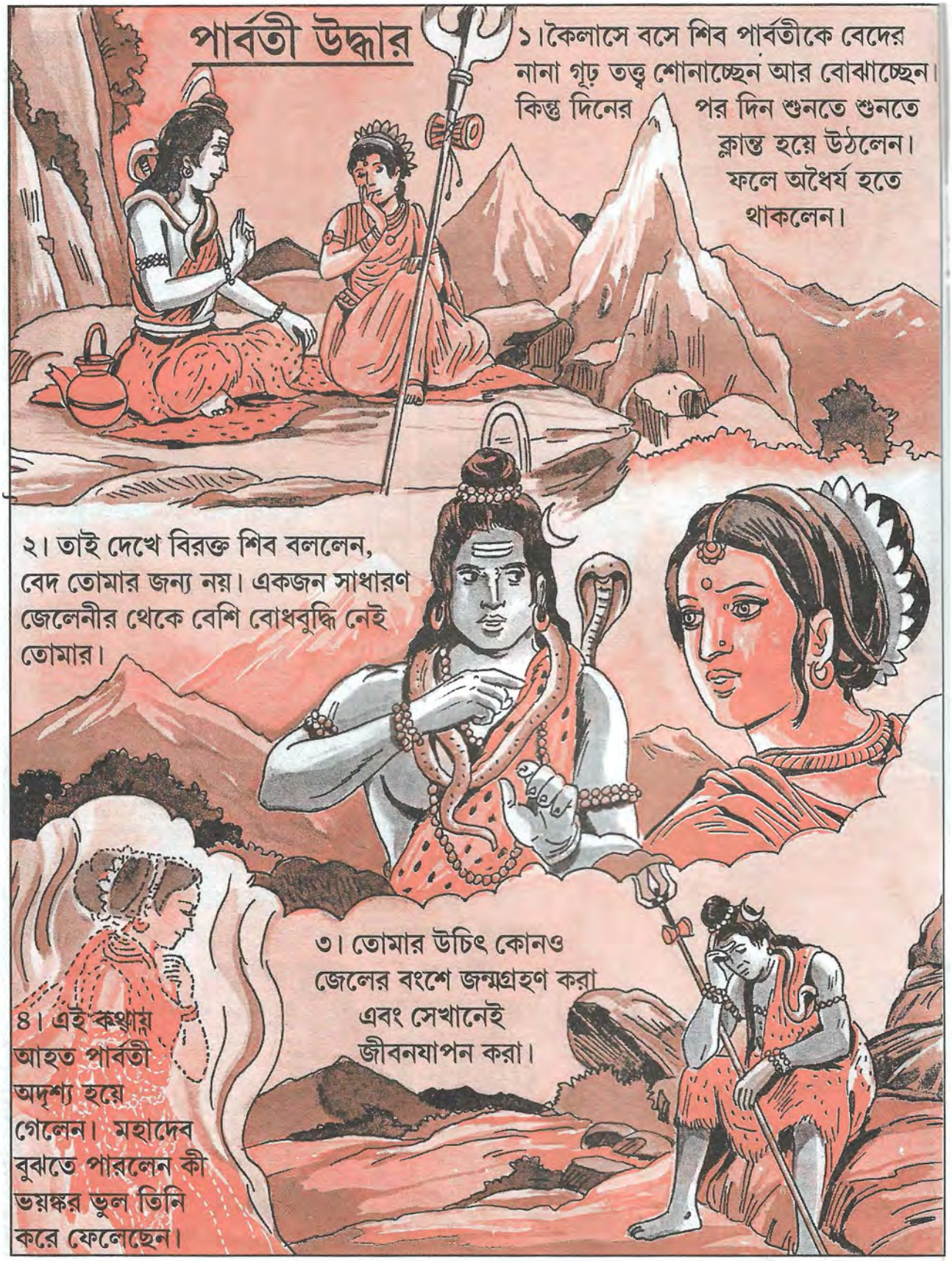
পার্বতী উদ্ধার
১।কৈলাসে বসে শিব পার্বতীকে বেদের নানা গূঢ় তত্ত্ব শোনাচ্ছেন আর বোঝাচ্ছেন। কিন্তু দিনের পর দিন শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। ফলে অধৈর্য হতে থাকলেন।
২। তাই দেখে বিরক্ত শিব বললেন, বেদ তোমার জন্য নয়। একজন সাধারণ জেলেনীর থেকে বেশি বোধবুদ্ধি নেই তোমার।
৩। তোমার উচিৎ কোনও জেলের বংশে জন্মগ্রহণ করা এবং সেখানেই জীবনযাপন করা।
৪। এই কথায় আহত পার্বতী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মহাদেব বুঝতে পারলেন কী ভয়ঙ্কর ভুল তিনি করে ফেলেছেন।

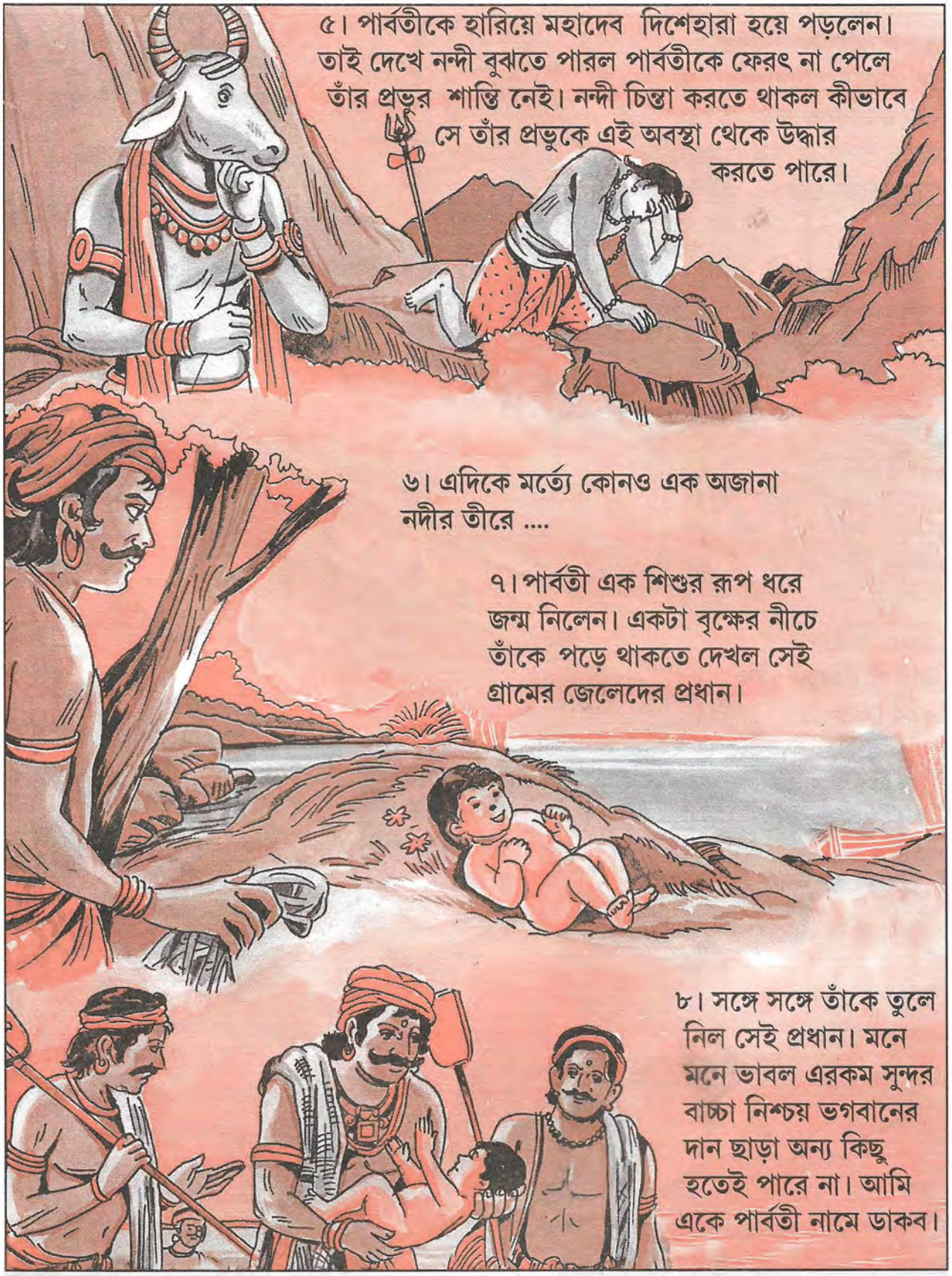
৫। পার্বতীকে হারিয়ে মহাদেব দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তাই দেখে নন্দী বুঝতে পারল পার্বতীকে ফেরৎ না পেলে তাঁর প্রভুর শান্তি নেই। নন্দী চিন্তা করতে থাকল কীভাবে সে তাঁর প্রভুকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে।
৬। এদিকে মর্ত্যে কোনও এক অজানা নদীর তীরে ....
৭। পার্বতী এক শিশুর রূপ ধরে জন্ম নিলেন। একটা বৃক্ষের নীচে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখল সেই গ্রামের জেলেদের প্রধান।
৮। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তুলে নিল সেই প্রধান। মনে মনে ভাবল এরকম সুন্দর বাচ্চা নিশ্চয় ভগবানের দান ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। আমি একে পার্বতী নামে ডাকব।

৯। পার্বতী এখন যুবতী। সে তাদের পরিবারের সঙ্গে মাছ ধরতে নদীতে যায়। তাকে দেখে প্রধানের বুক গর্বে ফুলে ওঠে।
১০। ওদিকে নন্দী তার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছে।
১১। সে তার প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিল কিছুদিনের জন্য।
১২। তারপর জেলেদের সেই নদীতে এক বিশাল হাঙরের রূপ ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

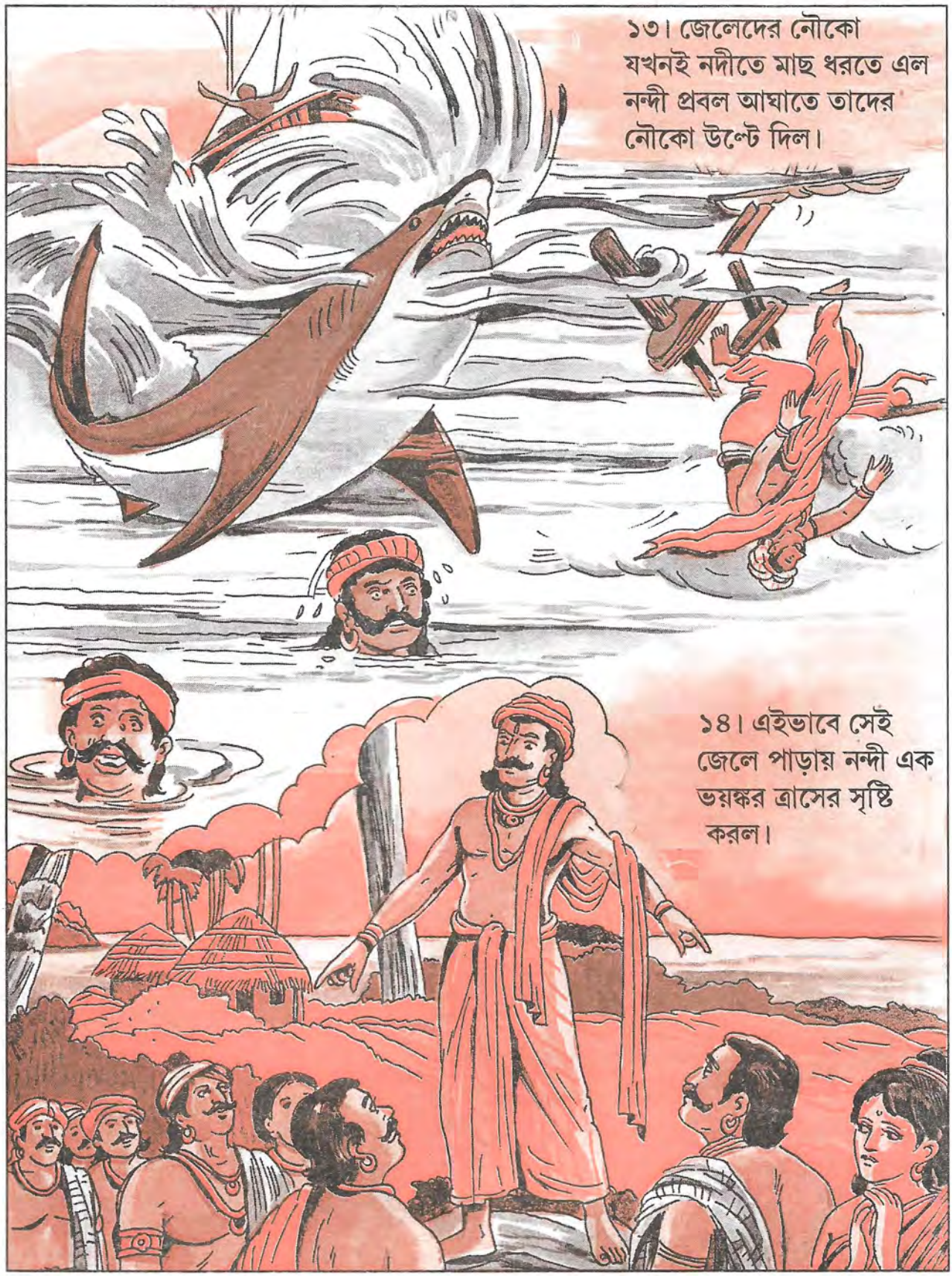
১৩। জেলেদের নৌকো যখনই নদীতে মাছ ধরতে এল নন্দী প্রবল আঘাতে তাদের নৌকো উল্টে দিল।
১৪। এইভাবে সেই জেলে পাড়ায় নন্দী এক ভয়ঙ্কর ত্রাসের সৃষ্টি করল।

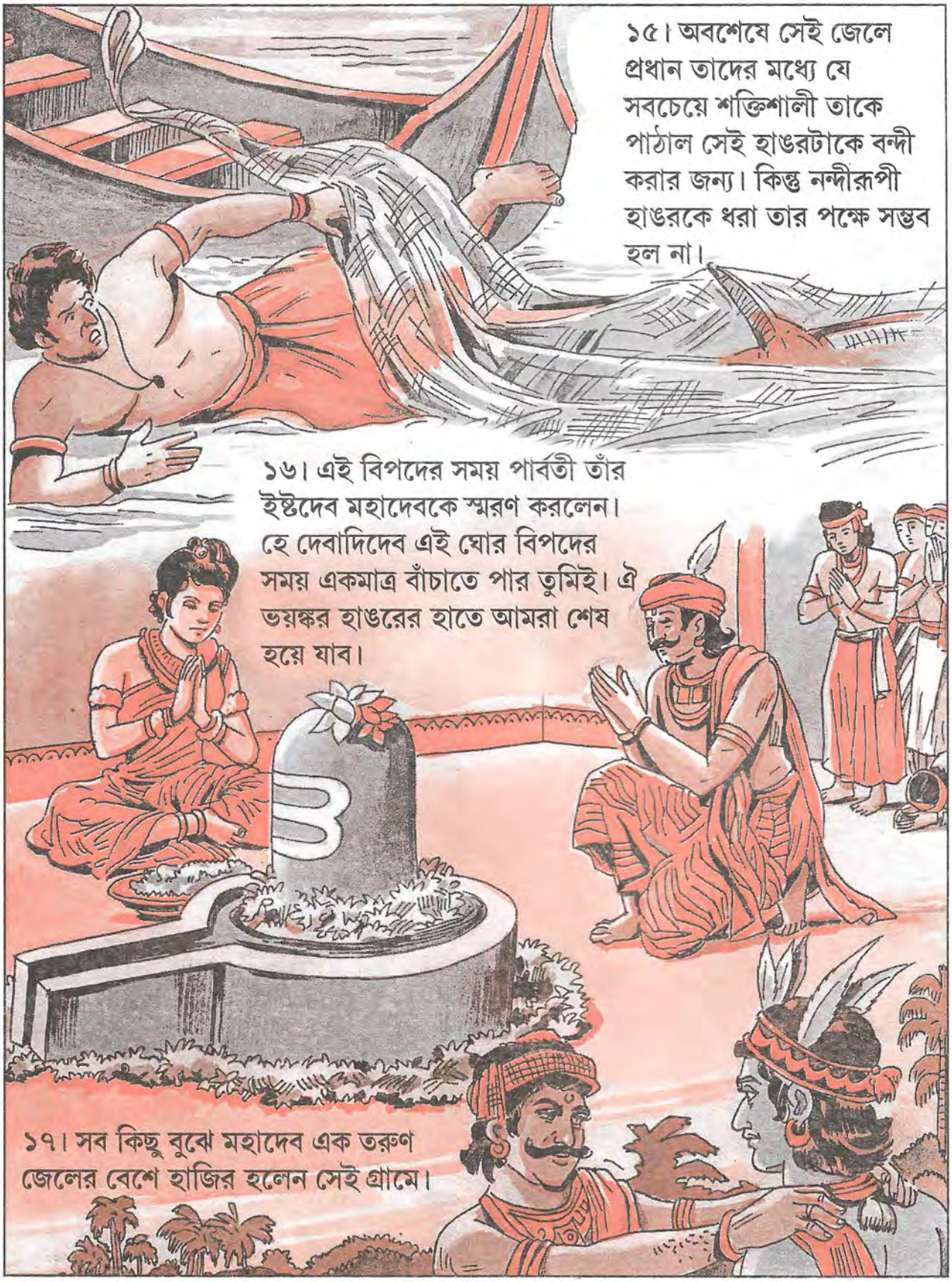
১৫। অবশেষে সেই জেলে প্রধান তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে শক্তিশালী তাকে পাঠাল সেই হাঙরটাকে বন্দী করার জন্য। কিন্তু নন্দীরূপী হাঙরকে ধরা তার পক্ষে সম্ভব হল না।
১৬। এই বিপদের সময় পার্বতী তাঁর ইষ্টদেব মহাদেবকে স্মরণ করলেন। হে দেবাদিদেব এই ঘোর বিপদের সময় একমাত্র বাঁচাতে পার তুমিই। ঐ ভয়ঙ্কর হাঙরের হাতে আমরা শেষ হয়ে যাব।
১৭। সব কিছু বুঝে মহাদেব এক তরুণ জেলের বেশে হাজির হলেন সেই গ্রামে।

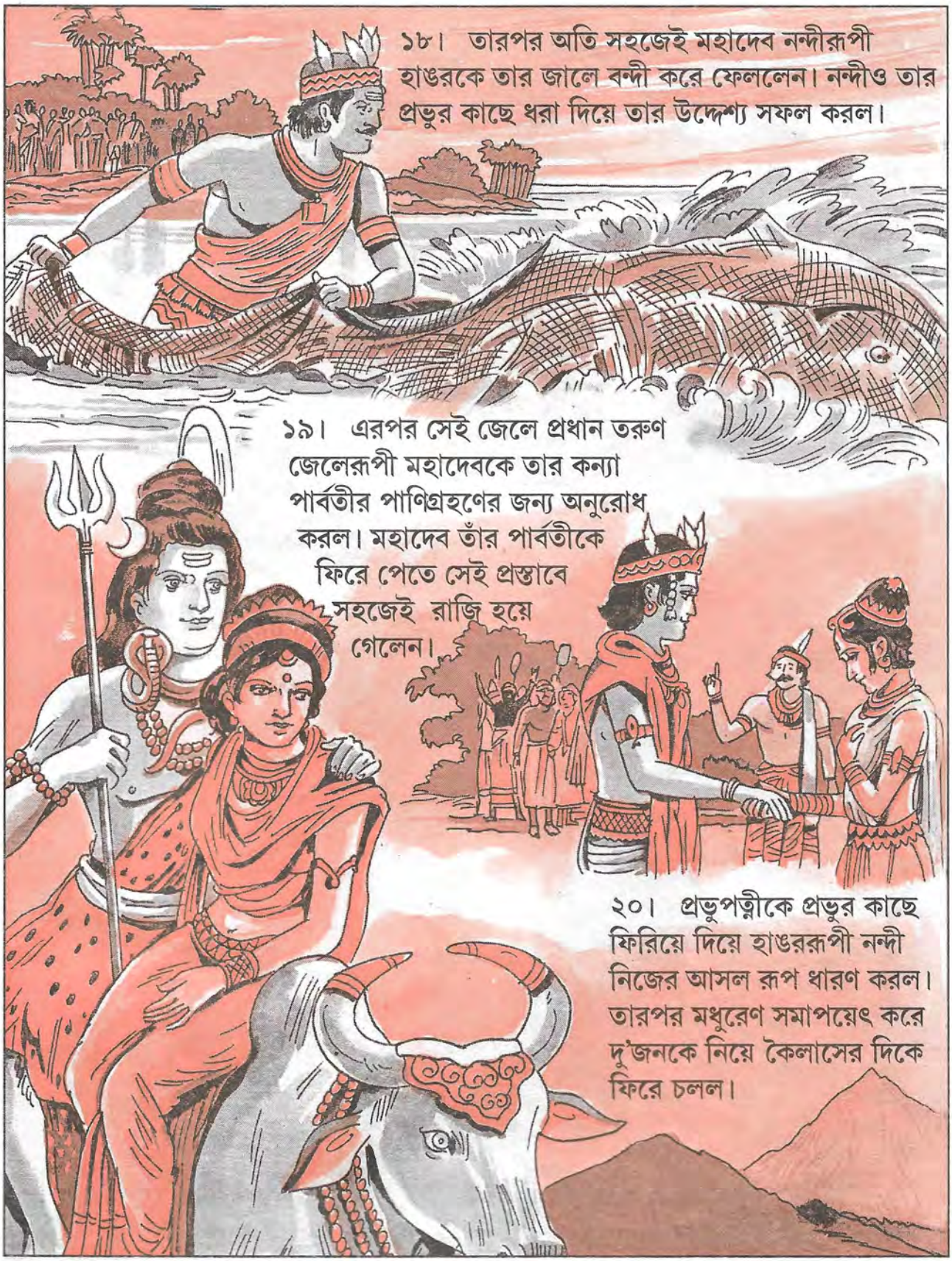

১৮। তারপর অতি সহজেই মহাদেব নন্দীরূপী হাঙরকে তার জালে বন্দী করে ফেললেন। নন্দীও তার প্রভুর কাছে ধরা দিয়ে তার উদ্দেশ্য সফল করল।

১৯। এরপর সেই জেলে প্রধান তরুণ জেলেরূপী মহাদেবকে তার কন্যা পার্বতীর পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করল। মহাদেব তাঁর পার্বতীকে ফিরে পেতে সেই প্রস্তাবে সহজেই রাজি হয়ে গেলেন।

২০। প্রভুপত্নীকে প্রভুর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে হাঙররূপী নন্দী নিজের আসল রূপ ধারণ করল। তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ করে দু'জনকে নিয়ে কৈলাসের দিকে ফিরে চলল।

শিব ও মার্কণ্ডেয়

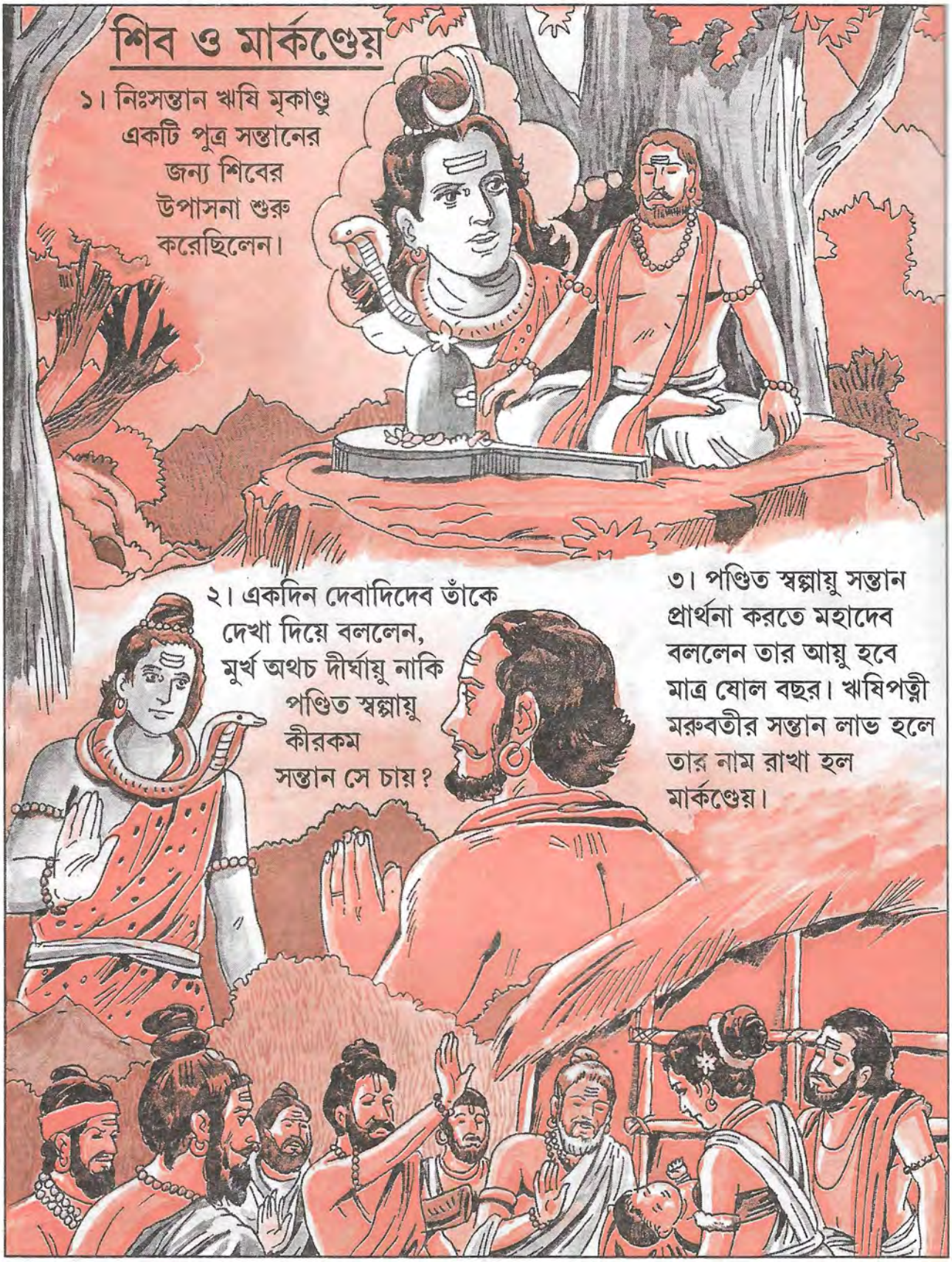
১। নিঃসন্তান ঋষি মৃকাণ্ডু একটি পুত্র সন্তানের জন্য শিবের উপাসনা শুরু করেছিলেন।
২। একদিন দেবাদিদেব তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, মুর্খ অথচ দীর্ঘায়ু নাকি পণ্ডিত স্বল্পায়ু কীরকম সন্তান সে চায়?
৩। পণ্ডিত স্বল্পায়ু সন্তান প্রার্থনা করতে মহাদেব বললেন তার আয়ু হবে মাত্র ষোল বছর। ঋষিপত্নী মরুবতীর সন্তান লাভ হলে তার নাম রাখা হল মার্কণ্ডেয়।

৪। ষোলো বছর পূর্ণ হওয়ার ঠিক একদিন আগে মায়ের চোখে জল দেখে মার্কণ্ডেয় যখন সবকিছু জানতে চাইল তখন তাকে তার পিতা সমস্ত অতীতের কথা জানিয়ে দিলেন।

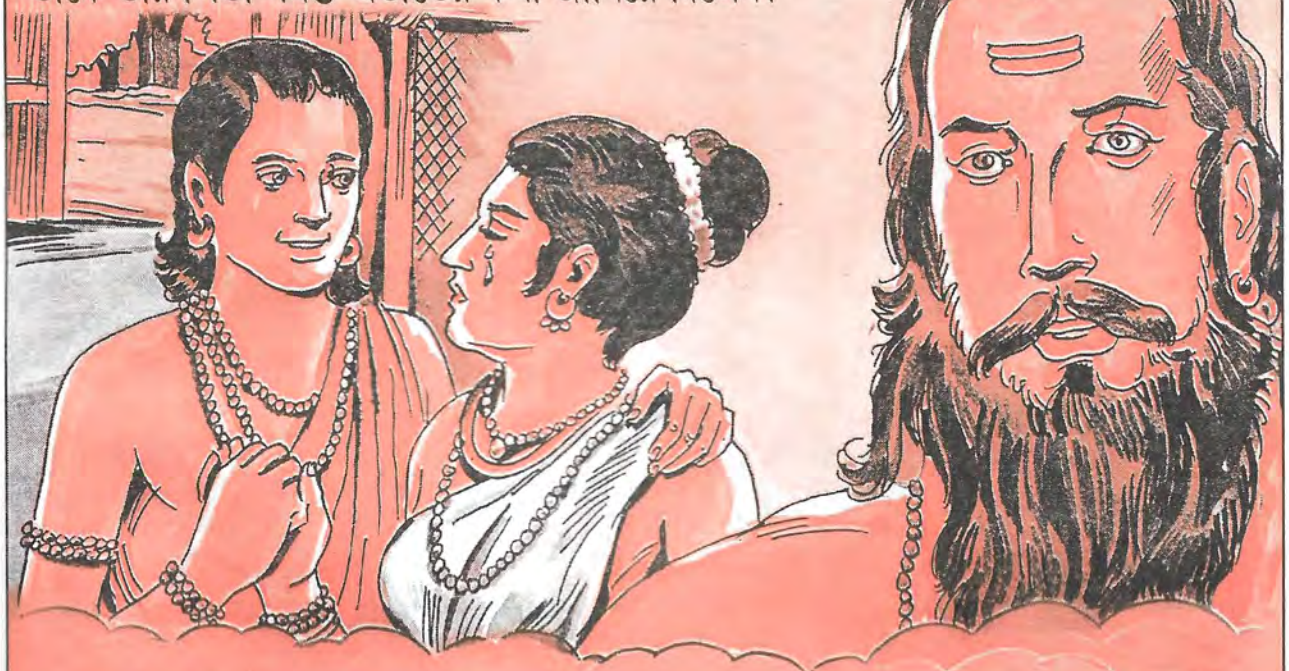

৫। তখন মার্কণ্ডেয় পিতামাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল সমুদ্র তীরে। সেখানে পিতামাতাকে পুত্রশোক না পাওয়ার সাধনায় মগ্ন হল। সামনে তৈরি করে নিল এক শিবলিঙ্গের মূর্তি।

৬। এদিকে ষোলো বছর পূর্ণ হতেই যম এসে হাজির হল ধ্যানরত মার্কণ্ডেয়র সামনে। এই পৃথিবীতে তার দিন শেষ একথা যম জানিয়ে দিল মার্কণ্ডেয়কে।

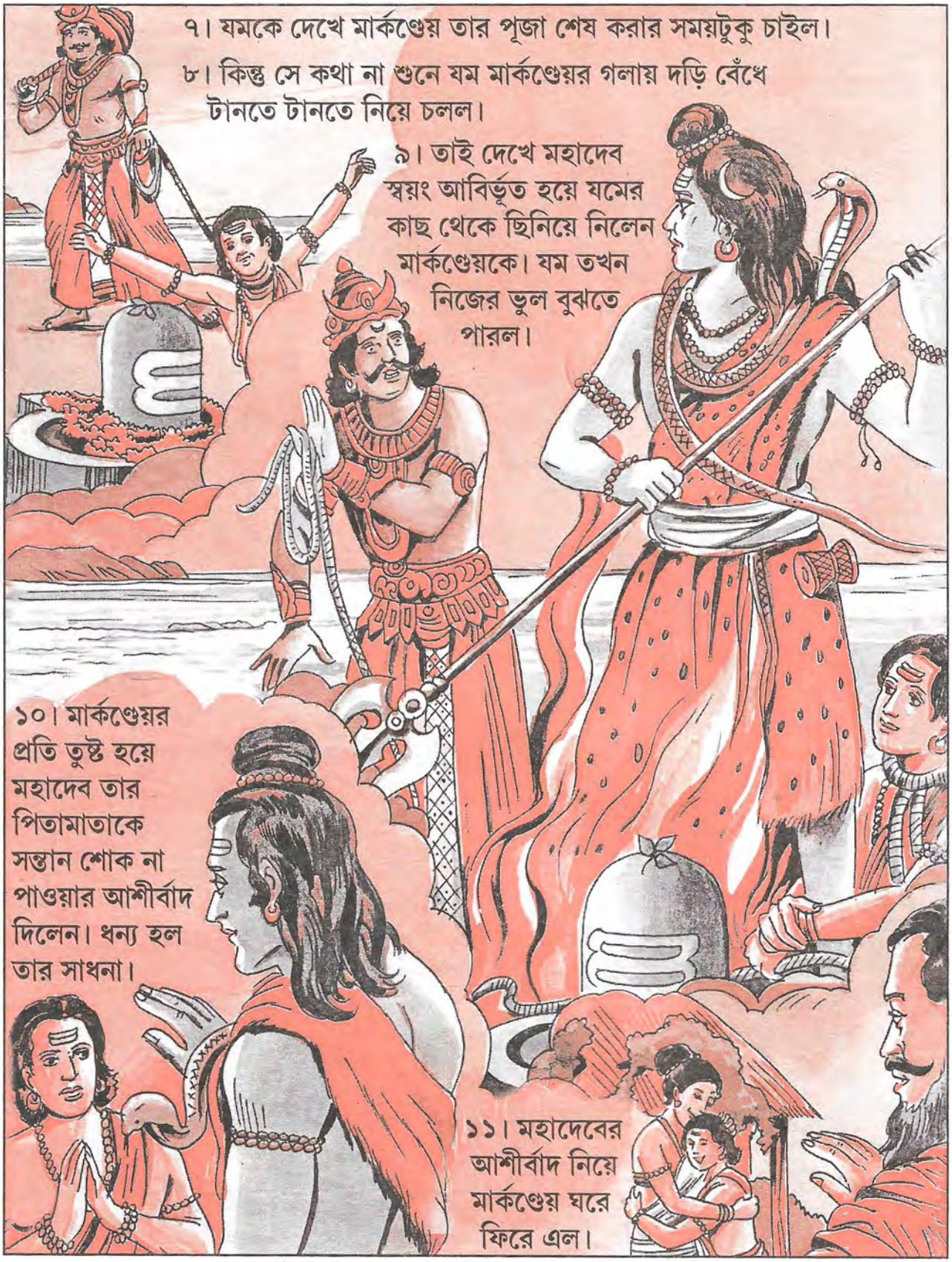
৭। যমকে দেখে মার্কণ্ডেয় তার পূজা শেষ করার সময়টুকু চাইল।
৮। কিন্তু সে কথা না শুনে যম মার্কণ্ডেয়র গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলল।
৯। তাই দেখে মহাদেব স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে যমের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন মার্কণ্ডেয়কে। যম তখন নিজের ভুল বুঝতে পারল।
১০। মার্কণ্ডেয়র প্রতি তুষ্ট হয়ে মহাদেব তার পিতামাতাকে সন্তান শোক না পাওয়ার আশীর্বাদ দিলেন। ধন্য হল তার সাধনা।
১১। মহাদেবের আশীর্বাদ নিয়ে মার্কণ্ডেয় ঘরে ফিরে এল।

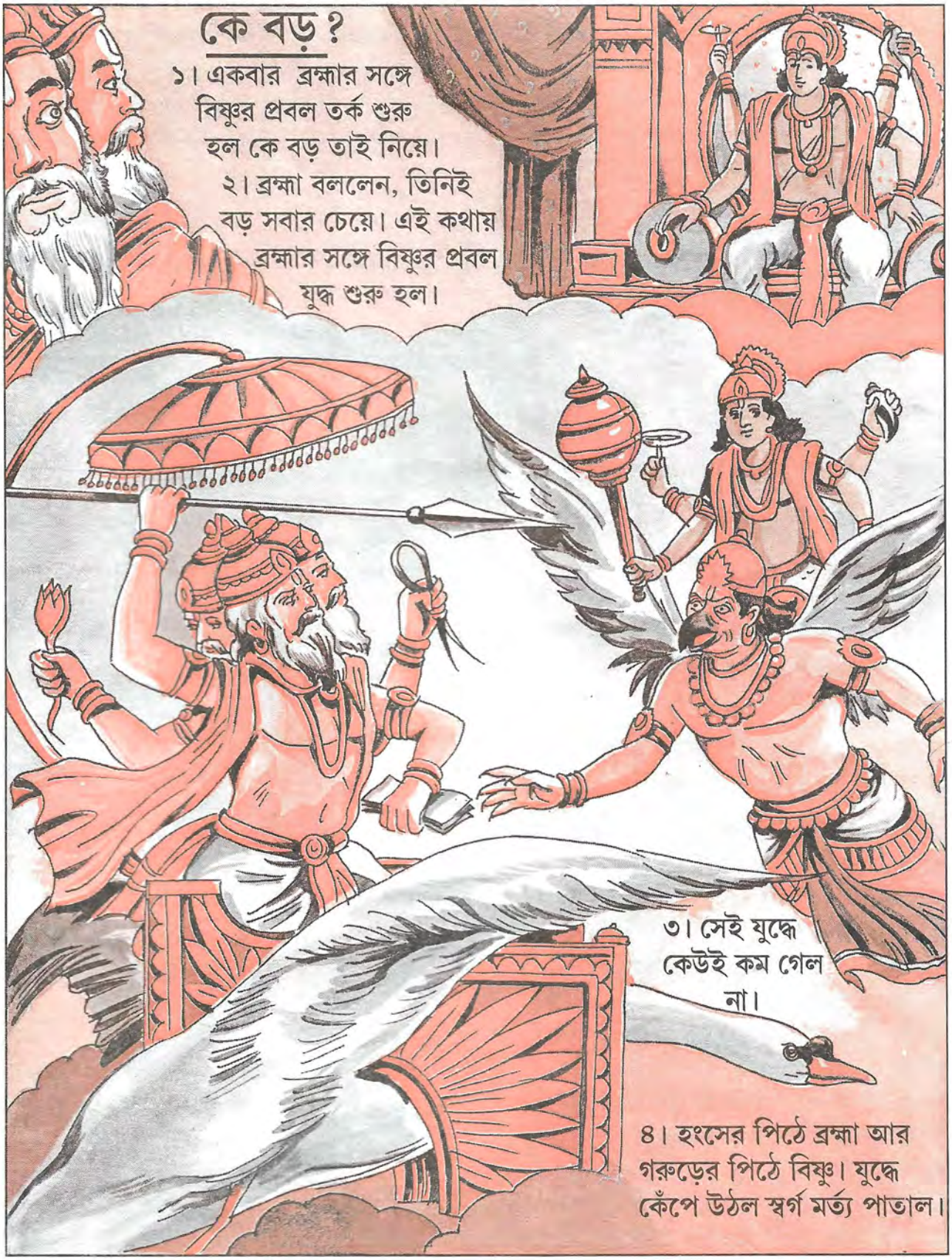
কে বড়?
১। একবার ব্রহ্মার সঙ্গে বিষ্ণুর প্রবল তর্ক শুরু হল কে বড় তাই নিয়ে।
২। ব্রহ্মা বললেন, তিনিই বড় সবার চেয়ে। এই কথায় ব্রহ্মার সঙ্গে বিষ্ণুর প্রবল যুদ্ধ শুরু হল।
৩। সেই যুদ্ধে কেউই কম গেল না।
৪। হংসের পিঠে ব্রহ্মা আর গরুড়ের পিঠে বিষ্ণু। যুদ্ধে কেঁপে উঠল স্বর্গ মর্ত্য পাতাল।

৫। ব্রহ্মা বিষ্ণুর যুদ্ধ চলার সময় হঠাৎ এক বিশাল শিবলিঙ্গ মাটি ভেদ করে ওপরে উঠতেই থাকল। উঠতেই থাকল।
৬। তার শুরু ও শেষ জানবার জন্য ব্রহ্মা তাঁর হংসকে আকাশে এবং বিষ্ণু বরাহকে পাতালে পাঠালেন। কিন্তু কোথায় তার শুরু কোথায় তার শেষ তা দু'জনের কেউই জানতে পারলেন না। কিন্তু ব্রহ্মা মিথ্যে করে বললেন, যে তিনি শেষ দেখেছেন।

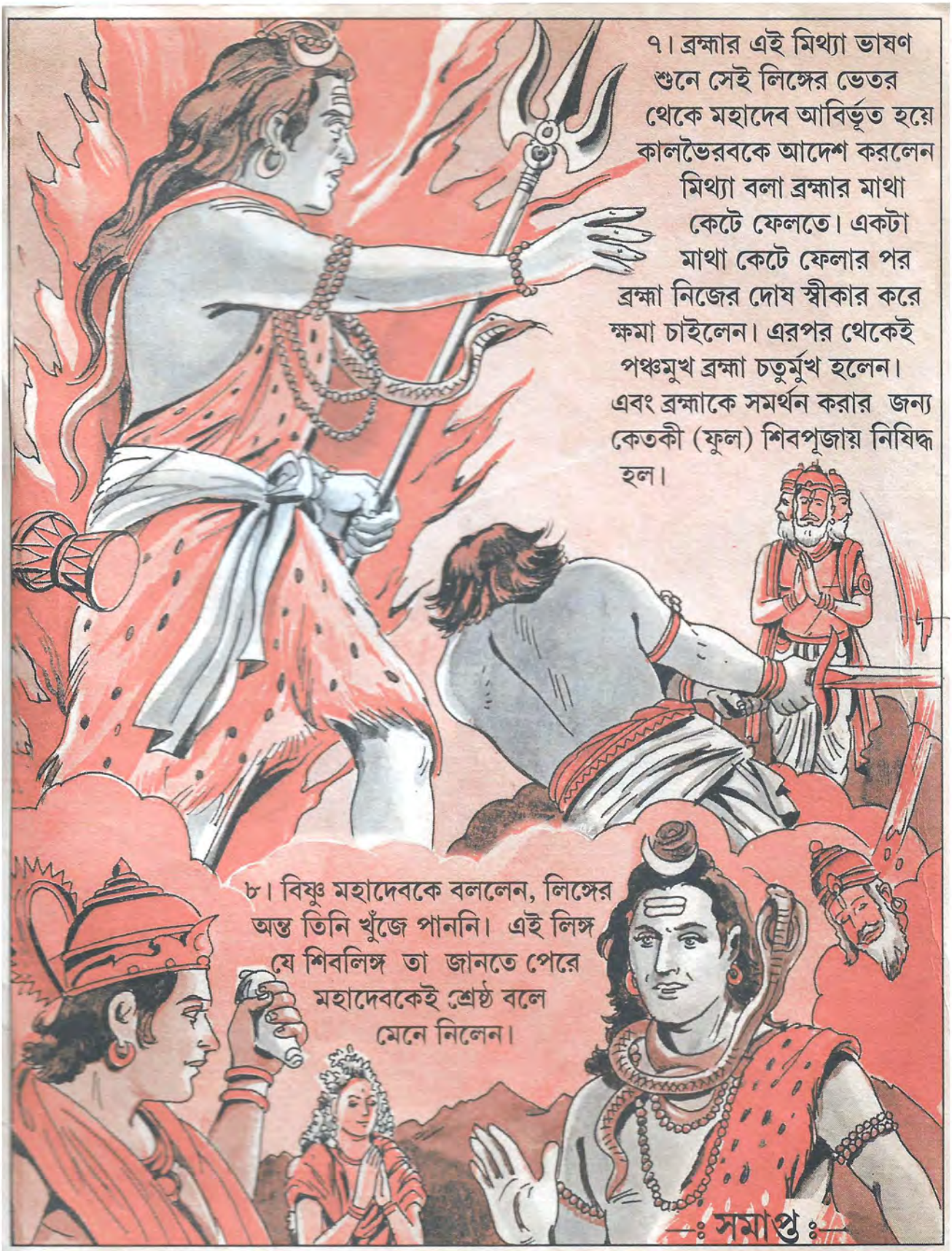
৭। ব্রহ্মার এই মিথ্যা ভাষণ শুনে সেই লিঙ্গের ভেতর থেকে মহাদেব আবির্ভূত হয়ে কালভৈরবকে আদেশ করলেন মিথ্যা বলা ব্রহ্মার মাথা কেটে ফেলতে। একটা মাথা কেটে ফেলার পর ব্রহ্মা নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন। এরপর থেকেই পঞ্চমুখ ব্রহ্মা চতুর্মুখ হলেন। এবং ব্রহ্মাকে সমর্থন করার জন্য কেতকী (ফুল) শিবপূজায় নিষিদ্ধ হল।
৮। বিষ্ণু মহাদেবকে বললেন, লিঙ্গের অন্ত তিনি খুঁজে পাননি। এই লিঙ্গ যে শিবলিঙ্গ তা জানতে পেরে মহাদেবকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিলেন।
—ঃ সমাপ্ত ঃ—

ছবিতে শিবপুরাণ

চিত্রণ ঃ সত্যজিৎ

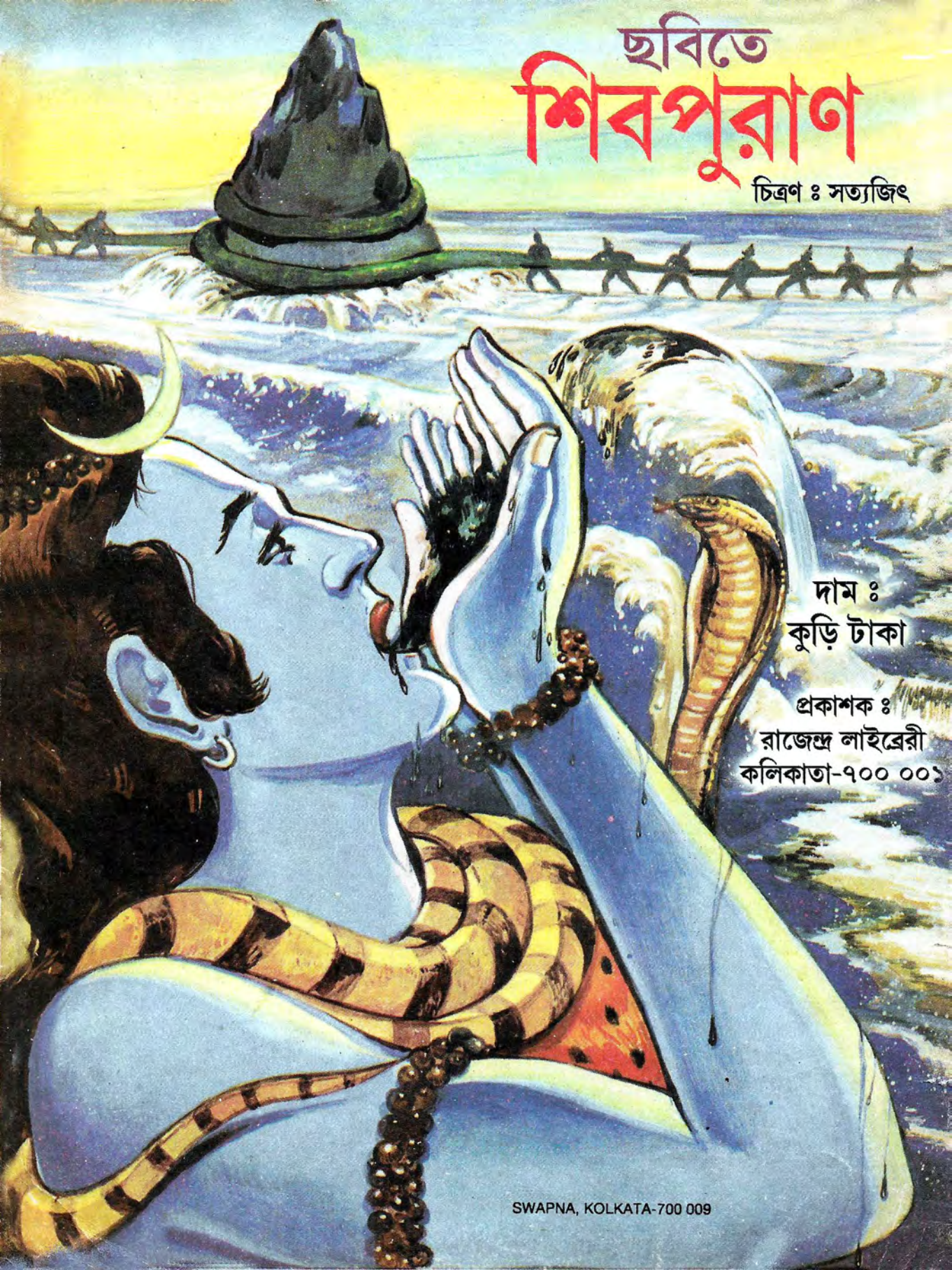

দাম ঃ
কুড়ি টাকা

প্রকাশক ঃ
রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
কলিকাতা-৭০০ ০০১

SWAPNA, KOLKATA-700 009